পড়ে, এই নিমিত্ত তিন চারি লোক আপনং পায়ে লৌহের কাঁটা বান্ধিয়া তাহার উপরে চড়ে ও তাহাকে কাটে, এবং তিন হাত স্থূল ও আট হাত লম্বা তাহার চরবি কাটিয়া জাহাজের উপরে উঠায়, তাহার চরবি সকল বাহির করিলে তাহার ওষ্ঠের রোম কুড়ালি দ্বারা ছেদন করে,

এক মৎস্যহইতে আশী পিপা তৈল পাওয়া যায়, তাহার মূল্য আড়াই হাজার টাকা. সভ্য লোকেরা তাহার মাংস ভক্ষণ করে না; উত্তর কেন্দ্রের নিকটে যেং বন্য লোকেরা আছে তাহারা পাইলে অতিশয় তুষ্ট হয়, এবং তাহার তৈল অতিশয় মিষ্ট জ্ঞানে পান করে. তাহারা যেখানে মৃত মৎস্য পায় সেই স্থানে স্ত্রী পুত্র সমেত বাস করিয়া ভক্ষণ করে, তাহা ফুরাইলে সেখান হইতে উঠিয়া যায়. এই মৎস্যবধার্থ প্রতিবৎসর ইংগ্লণ্ড হইতে তিন শত জাহাজ যায়, এবং এই ব্যবসায়ি লোকেরা প্রায় সকলেই লাভ করিয়া আইসে.

Dig-Durshun,

OR THE

INDIAN YOUTH'S MAGAZINE.

No. XI.

February, 1819.

DIG-DURSHUN.

No. XI.

History of Hindoost'han continued.

MAHMOOD'S *Ninth* expedition was occasioned by the alliance which the different sovereigns of Hindoost'han formed, to chastise the king of Kanooj for having submitted to Mahmood. The sovereign of Kallinjur, Nunda, attacked and defeated him in battle before Mahmood could assemble his troops to succour him. On Mahmood's approach, Nunda prepared for the conflict, and the two armies continued for some time facing each other on the opposite banks of the Yumoona. In the dead of the night, a part of Mahmood's army secretly crossed the stream, and attacked the troops of the enemy, who ignorant of the strength of the assailants, instantly betook themselves to flight. The Sultan commenced a vigorous pursuit, and came up with the Hindoo troops on the confines of Boondelkhund. The forces of the raja of Kallinjur amounted to thirty-six thousand horse, forty-five thousand foot, and six hundred and fifty elephants. He paused on the frontiers of his dominions, which led

একাদশ ভাগ.

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস.

কান্যকুব্জ নগরের রাজা মহমূদের নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত হিন্দুস্থানীয় অন্য রাজারা তাহাকে শাসন করিতে একবাক্য হইলেন. মহমুদ তন্নিমিত্ত নবমবার যুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেন. তিনি সসৈন্য সেখানে না পঁহুছিতে কালিঞ্জরের নন্দ রাজা কান্যকুব্জাধিপতির উপরে আক্রমণ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন. মহমুদ সেখানে পঁহুছিলে রাজা নন্দ তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং যমুনা নদীর উভয় তীরে উভয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখাসম্মুখিভাবে কতক দিন রহিল. এক দিন নিশীথ কালে মহমূদের সৈন্যেরা গুপ্তভাবে যমুনা নদী পার হইয়া তাহারদের উপরে আক্রমণ করিল. বিপক্ষ সৈন্যেরা আক্রামক ব্যক্তিরদের সংখ্যা জ্ঞাত না হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল. সুলতান অতিবেগে তাহারদের পশ্চাতে দৌড়িলেন, এবং বন্দেলখণ্ডের সীমাতে তাহারদিগকে ধরিলেন. কালিঞ্জরের রাজার ছত্রিশ হাজার ঘোড়সোয়ার ও পঁয়ত্রিশ হাজার পদাতিক এবং সাড়ে ছয় শত যুদ্ধের হস্তী ছিল. তিনি আপন রাজ্যের সীমাতে পঁহুছিলে স্থির হইলেন; তাহাতে

Mahmood to expect a regular battle. Nunda however, dreading the issue of a conflict, silently decamped, leaving behind him for the avarice of the foe, his tents, equipage, and baggage. Mahmood did not think proper to pursue him to Kallinjur, to which he had retired. This fort was so ancient that none could say when it had been founded, and it was reckoned altogether impregnable.

In this expediton, he subdued the little provinces of Kiberat and Nardien, the particular worship prevalent among whom is said to have been the worship of the lion, probably that of the Singh-Uvutar. The chiefs of Kiberat, unable to withstand him submitted to his arms. The other provinces were reduced by one of his generals.

The next year, he commenced his *tenth* expedition, and directed his march through Lahore to Lokota, the fortress in Kashmeer which had before baffled his efforts. The peculiar nature of its situation, rendered every attempt to reduce it vain, and after besieging it a whole month, Mahmood retired in a rage to wreak his vengeance on the capital of Lahore, which he was determined to annex to his own dominions. The raja, *Juya-pala*,

মহমূদের বোধ হইল, যে ঐ রাজা পুকৃত যুদ্ধ করিবেন. রাজা নন্দ মহমূদের সহিত যুদ্ধ ভয়েতে আপনার তাম্বু ও যুদ্ধ সজ্জা ও নিজ সজ্জা আপনার শত্রুর লোভ নিমিত্তে রাখিয়া, আপনি গুপ্ত রূপে পলায়ন করিলেন. মহমূদ তাহার পশ্চাতে কালিঞ্জর পর্য্যন্ত গমন অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া, সেখানহইতে ফিরিলেন. কালিঞ্জরের দুর্গ এমত প্রাচীন যে সে কোন কালে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা কেহই জানেন না; এবং সে বিপক্ষ লোককর্ত্তৃক অজেয় লোকেরা এই জ্ঞান করিত.

মহমূদ এই যুদ্ধে পুবৃত্ত হইয়া কিবিরাট ও নারদিনের ক্ষুদ্র পুদেশ সকল জয় করিলেন. লোকে কহে, যে ঐ দেশীয় লোকেরা সিংহকে পূজা করে; অনুমান হয় যে সে নরসিংহের অবতার. কিবিরাট নগরের অধ্যক্ষেরা মহমূদের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া তাহার হস্তে আপনারদের রাজ্য সমর্পণ করিল. তাহার এক জন সেনাধ্যক্ষ অন্যং পুদেশ সকল জয় করিল.

তাহার আগামী বৎসর মহমূদ দশমবার যুদ্ধ করিতে পুবৃত্ত হইয়া, লাহোর নগরের মধ্য দিয়া কাশ্মীর দেশস্থিত, অথচ পূর্ব্বে মহমূদকর্ত্তৃক অজেয়, লোকোটা নামে দুর্গে পঁহুছিলেন. ঐ দুর্গ এমন দুঃসাধ্য স্থানে গুথিত যে মহমূদ তাহা লইতে পারিলেন না; তিনি এক মাসপর্য্যন্ত সে দুর্গ ঘেরিয়া থাকিয়া পরে অতি ক্রোধান্বিত হইয়া, ঐ স্থানহইতে লাহোরের রাজধানীর উপরে আপন ক্রোধ অভিষেক করিতে গেলেন. তাহার নিশ্চয় বাসনা ছিল যে ঐ রাজ্য তিনি আপন রাজধানীর অন্তঃ

now deprived of his last retreat, Kashmeer, fled southwards, and shut himself up in Ajimeer, while the Sultan entered his splendid metropolis, and abandoned it to indiscriminate pillage. As Lahore had been for ages the channel through which the trade of the most distant parts of the East, of China, of Tartary, had flowed into the west, the plunder obtained in it, may be more easily conceived than described. Mahmood spent the winter in settling the affairs of the province, over which he appointed a viceroy. In the spring he returned to Gujni laden with treasures, and encumbered with captives.

The year following this insatiable conqueror, set his troops again in motion, and engaged in his *eleventh* Indian expedition. He marched through Lahore to the provinces watered by the Ganges, determined to reduce the sovereign of Kallinjur, who in conjunction with other chiefs, had contrived to mar the glories of his former expeditions. He opened the campaign by investing Gualior, a fort of very considerable strength seated on the summit of a mountain. By the Hindoos it had always been considered as impregnable; it is situated about sixty miles south of Agra. The hill on which it stood was about four miles in length, and the only entrance to it was by steps cut out of the solid rock,

যাত্রী করেন. জয়পাল রাজা আপন অবশিষ্ট আশ্রয়স্থান কাশ্মীরকে যুদ্ধে হারাইয়া, তাহার দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়া আজমের নগরে থাকিলেন; ইত্যবসরে সুলতান তাহার ঐশ্বর্য্যশালী রাজধানী প্রবেশ করিয়া নিগ্রহপূর্ব্বক তাহা লূঠ করিলেন. চীন দেশ ও তাতার দেশপ্রভৃতি পূর্ব্ব দেশের শেষ সীমাহইতে বণি[illegible] বস্তু আ[illegible]য়া লাহোর আড়ঙ্গ দিয়া পশ্চিম ভাগে চালানি হইত, এই হেতুক সেখানে তিনি যে লুঠিত বস্তু পাইলেন তাহা মনেমাত্র করা যায় কিন্তু লিখা দুষ্কর. মহমুদ ঐ রাজ্যের বন্দোবস্ত শীত কালপর্য্যন্ত করিয়া এক জন নাএবকে ঐ রাজ্য শাসনার্থে নিযুক্ত করিলেন, ও বসন্ত কালে অনেক ধন লইয়া লব্ধ সৈন্যের সহিত গজনেন দেশে প[illegible]ছিলেন.

তাহার পর বৎসর এই অতৃপ্ত জয়ী আপন সৈন্য লইয়া একাদশবার এই ভারতবর্ষে যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন. কালিঞ্জরের রাজা অন্যং রাজারদের সহিত একবাক্য হইয়া পূর্ব্বে মহমুদের সংভ্রমহানি করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত মহমূদ লাহোরের মধ্য দিয়া গঙ্গাতীরস্থ দেশ সকল জয় করিয়া, কালিঞ্জরের রাজাকে আপন আয়ত্ত করিতে নিশ্চয় করিলেন. তিনি গোয়ালিয়রের দুর্গ ঘেরিয়া প্রথম যুদ্ধ করিলেন, সে দুর্গ এক পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর অতিশক্তরূপে নির্ম্মিত, ও আগরাহইতে ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে স্থাপিত ছিল; হিন্দুরা জ্ঞান করিত যে সে অজেয়. যে পর্ব্বতোপরি ঐ দুর্গ ছিল সে পর্ব্বত দুই ক্রোশ দীর্ঘ, ও তাহাতে আরোহণ নিমিত্ত পর্ব্বতে সোপানরূপ খনিত মুর্চা ও প্রাচীরের

and well defended by a wall and bastions. The natural strength of the place was so great, that, after a fruitless attempt, the Sultan pacified by the submission of the raja raised the siege, and accepted of magnificent presents and thirty-five elephants. He then bent his whole attention to Kallinjur, the raja of which, by presents still more splendid and by an offer of three hundred elephants, purchased the favor of Mahmood.

In the year 1024 he commenced his *last* and most celebrated expedition into India, when he besieged the fort and castle of Soma-na'tha in Gujerat. Soma-nat'ha is said to have been the most celebrated resort of idolatrous devotees in the south of India. The different rajas around it had bestowed two thousand villages on the temple for the support of its vast establishment; the priests who daily attended it amounted to two thousand. The most extravagant accounts of its opulence are given by the Persian historians who have recorded the triumph of Mahmood. It was situated in a peninsula on the shore of the ocean near Deva-bunder, now in the hands of the Portuguese. The priests boasted that the fall of the cities of Kanooj and Delhi arose from the desertion of their deity, who could in the twinkling of an eye have blasted the whole army of Mahmood. The lofty roof of Soma-nat'ha was supported by fifty-six pillars overlaid with gold and incrusted at intervals

রা বেষ্টিত এক পর্ব্বতমাত্র ছিল. সে স্থান অতিপ্রবল, তৎপ্রযুক্ত মহমুদের জয় করিবার চেষ্টা নিষ্ফলা হইল, এবং ঐ দুর্গ লইতে অসাধ্যবোধ করিয়া, এবং রাজার বিনয় বাক্যেতে ও বহুমূল্য ধনাদিপ্রাপ্তি হস্তি উপঢৌকন দানেতে সন্তুষ্ট হইয়া, তথাহইতে ফিরিয়া কালিঞ্জরের রাজার উপরে আক্রমণ করিলেন. সেখান কার রাজা শত হস্তী ও অধিক ধন দিয়া মহমুদের অনুগ্রহ ক্রয় করিলেন.

এ ১০২৩ সালে তিনি সকলহইতে প্রসিদ্ধ ও ভারতবর্ষ আক্রমণের শেষ বারের যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হইয়া, গুজরাতে স্থিত সোমনাথের দুর্গ ঘেরিলেন. এমত প্রসিদ্ধ আছে যে ভারতবর্ষের দক্ষিণে ঐ সোমনাথের মন্দির সকলহইতে উদাসীনেরদের বড় গমনাগমনের স্থান. সেই প্রতিমা পূজা করিবার নিমিত্তে তাহার প্রতিবাসি রাজারা দুই হাজার গ্রাম দান করিয়াছিল, এবং দুই হাজার ব্রাহ্মণ প্রত্যহ পূজা করিত. যে পারসীর ইতিহাসকর্ত্তারা মহমুদের যুদ্ধবর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা ঐ স্থানের ধন প্রশংসা অসম্ভবরূপে করিয়াছেন. দেববন্দরের নিকটবর্ত্তি সমুদ্রের তীরে এক প্রায়দ্বীপে ঐ মন্দির স্থাপিত ছিল, সে স্থান এখন পোর্ত্তুগীশেরদের অধীন. সেখানকার ব্রাহ্মণেরা গর্ব্বরূপে কহিতেন, যে সোমনাথ দেবকর্ত্তৃক কান্যকুব্জ ও দিল্লী নগর পরিত্যাগ করাতে ঐ দুই নগর ভ্রষ্ট হইয়াছিল, এবং ঐ চক্ষুর এক নিমিষে মহমুদের তাবৎ সৈন্য ভস্ম করিতে পারেন. সোমনাথের মন্দিরের ছাত তিপ্পান্ন স্তম্ভের উপরে স্থাপিত ছিল ; ঐ সকল স্তম্ভ স্বর্ণেতে মণ্ডিত, এবং স্থানেং বহুমূল্য

with precious stones. One pendant lamp illumina ed the whole fabric, whose light, reflected back from innumerable gems, spread a lustre through the whole temple. In the midst stood Soma nat'ha, an idol composed of one entire stone, fifty cubits high, of which forty-seven were buried in the earth. Of this image the brahmuns reported, that it had been worshipped from the commencement of the Adi-yooga. It was washed every morning and evening with water brought from the Ganges—a distance of twelve hundred miles. Around the edifice were distributed thousands of little images of gold and silver, which gave the temple the appearance of a grand assembly of the gods.

Mahmood being informed of the riches of Soma-nat'ha and of the menace of the god, was determined to put his power to the trial. With an immense army, he left Gujni, and taking Mooltan and Ajimeer in his way, crossed two formidable deserts, where his army was preserved from destruction almost wholly by his exertions and skill. On the lofty battlements of the temple, a large multitude was assembled. At the approach of Mahmood, a herald denounced the vengeance of the god on the Moosulmans, and declared that Soma-nat'ha had drawn them together there that he might annihilate them with one blow. In spite of these imprecations, Mahmood commenced a vigorous assault—the brah-

স্তরেতে খচিত. এক ঝুলান প্রদীপের আলোকেতে তাবৎ ঘরে আলোক হইত; ও সেই প্রদীপের তেজ মন্দির মধ্যবর্ত্তি বহু সংখ্যক প্রস্তরেতে পড়িলে তাবৎ মন্দির দীপ্ত হইত. মন্দিরের মধ্যে পঞ্চ [illegible] হস্ত উচ্চ এক প্রস্তরেতে নির্ম্মিতা সোমনাথের মূর্ত্তি ছিল, সেই প্রতিমা সাতচল্লিশ হাত মৃত্তিকার মধ্যে পোতা ছিল. সে স্থানের ব্রাহ্মণেরা কহিতেন, [illegible] কলিযুগের আরম্ভাবধি ঐ প্রতিমা পূজা হয়. প্রত্যহ প্রত্যূষে ও সায়ংকালে ছয় শত ক্রোশ অন্তর গঙ্গাহইতে জল আনিয়া ঐ প্রতিমার স্নান করাইত. মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সহস্র স্বর্ণের ও রূপোর ক্ষুদ্র প্রতিমা ছিল, তাহার দ্বারা সে স্থান দেবসভার মত দেখা যাইত.

মহমূদ সোমনাথের ধনের কথা ও গর্ব্বোক্তি শুনিয়া, তাহার পরাক্রম পরীক্ষা করিতে মনে নিশ্চয় করিলেন, ও সেখানে যুদ্ধার্থ গজনেনহইতে অধিক সৈন্য সহিত প্রস্থান করিয়া, আজমের ও মুলতানের পথে আসিয়া, দুই মহারণ্য পার হইলেন, সেখানে তাহার সৈন্যের অত্যন্ত বিপৎ উপস্থিতা হইলে, কেবল মহমূদের বুদ্ধি ও সাহসের দ্বারা সর্ব্ব সৈন্য প্রাণ রক্ষা হইল. মন্দিরের উচ্চ ছাতের উপরে অনেক লোক একত্র হইয়াছিল. মহমূদ পঁহুছিবামাত্র, সেখানহইতে এক জন চার মুসলমানেরদের প্রতি দেবতার ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল, যে দেবতা একাঘাতে সকলকে নষ্ট করিবার নিমিত্ত মুসলমানেরদিগকে এখানে একত্র করিয়াছেন. মহমূদ তাহারদের অভিশাপ না মানিয়া, আরো কঠিনরূপে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন. এবং ব্রাহ্মণেরা আপ

muns retired to the interior of the temple, and prostrated themselves before the image, hoping every moment to hear of the signal destruction of their foes. Finding their expectations vain, they rushed out and made a desperate attack on the besiegers. This conflict they maintained for two days fighting like men who had devoted themselves to death. At the end of this period, a vast army of Hindoos under the command of Raja Bhuyuraj Deva (in whose territories the temple was situated) and other considerable rajas, approached the Moosulman army, and fought with a degree of heroism which astonished Mahmood; but nothing could resist the vigor of his arms. The confederate rajas fled, after leaving five thousand of their troops slaughtered on the field, and the brahmuns of the temple, conceiving all further resistance vain, embarked in the vessels which lay in the harbour, in the hope of reaching Ceylon. But Mahmood, seizing those which remained, sent a body of troops after them, who capturing some and sinking others, permitted few of these miserable fugitives to escape.

Mahmood having entered the city, approached the temple, and was struck with its awful grandeur. In the fury of his zeal, he smote off the nose of the image with his sword, and ordered it to be disfigured, and hewn in pieces. While they were in the act of obeying his command, the brahmuns entreated him to restrain his vengeance, and offered many

নারদের শত্রু নিপাতবার্ত্তা শুবণাপেক্ষা করিয়া, মন্দিরের মধ্যে প্রতিমার নিকটে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন. তাহারা আপনারদের সে [illegible] নিষ্ফলা দেখিয়া, যুদ্ধমৃত্যু স্বীকার করিয়া, মন্দিরহই [illegible] বাহির হইলেন, ও ক্রমিক দুই দিনপর্য্যন্ত তাহারা পু [illegible] যুদ্ধ করিলেন. ইত্যবসরে সেই মন্দির যে ভূমিতে হী [illegible] র অধিকারী ভয়রাম দেব এবং আরং রাজারাও [illegible] হিন্দু সেনা লইয়া মুসলমানেরদের নিকটে আইলেন. তাহারদের যুদ্ধের নৈপুণ্য দেখিয়া মহমূদের আশ্চর্য্য বোধ হইল, কিন্তু মহমূদের অস্ত্রের সম্মুখে কেহই তিষ্ঠিতে পারিলেন না. ঐ সহায় রাজারা আপনারদের পাঁচ হাজার সৈন্যসংহার হইলে, রণস্থলহইতে পলায়ন করিলেন, এবং মন্দিরের ব্রাহ্মণেরাও যুদ্ধ নিষ্ফল জ্ঞান করিয়া, বন্দরস্থিত নৌকারোহণ করিয়া সিংহল দ্বীপে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন. কিন্তু মহমূদ অবশিষ্ট নৌকাতে আপন সৈন্যের একভাগ ঐ পলায়িত ব্রাহ্মণেরদের পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন ; তাহারা ব্রাহ্মণেরদের কতক নৌকা ধরিল, ও কতক জলে ডুবাইল, তাহাতে অল্প লোক বাঁচিল.

মহমূদ নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মন্দিরের সম্মুখে আইলে, তাহার চমৎকারি মাহাত্ম্য দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিলেন. আপন আশক্তিপ্রভাবে তিনি তলোবার লইয়া সোমনাথের নাসিকা ছেদন করিলেন, ও তাহা চূর্ণ করিয়া নষ্ট করিতে আজ্ঞা করি[illegible] তাহা চূর্ণ করিবার সময়ে ব্রাহ্মণেরা মহমূদের ক্ষমা যাচ্ঞা করিলেন, এবং ঐ মূর্ত্তিরক্ষার্থ অনেক কোটি টাকা দিতে

crores of Rupees for the ransom of the image. Mahmood replied, that he had not come so great a distance to defile his hands with the sale of idols. His troops proceeded in their work, and found in the belly of the image an immense quantity [illegible] diamonds and precious stones, far exceeding [illegible] of the money which had been offered. [illegible] unexpected treasure, with the other spoils [illegible] temple were sent to Gujni, while fragments of the demolished idol were transmitted to Mecca and Medina to be thrown at the threshold of their gates, and trampled under foot. Mahmood was so charmed with the salubrity of the climate, that he was tempted to make it the seat of his empire; but his chief counsellors dissuaded him from it. He now meditated an expedition against Ceylon and Pegu, of whose riches he had heard magnificent accounts. He was absent from home on his last expedition two years and six months. On his return his army was led astray into deserts where it suffered incredible hardships. Suspecting therefore the fidelity of his guide, he caused him to be put to the torture, when he confessed that he was one of the priests of Soma*natha*, and had invented this mode of revenging the insults heaped on his deity. He was instantly put to death.

Soon after finding his end approaching, this brave but cruel monarch commanded that the gold, silver,

প্রস্তুত হইলেন. মহমূদ তাহার উত্তর করিলেন, যে আমি প্রতিমা ক্রয় বি[illegible] দ্বারা হস্ত মলিন করিতে এত দূর আইসি নাই. তাহার সৈন্যেরা সোমনাথের মূর্ত্তি কাটিতেং তাহার উদরে এত [illegible] ও বহুমূল্য রত্ন পাইল, যে ব্রাহ্মণেরা যত টাকা দিতে স্বীকার [illegible]লেন, তাহাহইতেও অধিক. এই অনপেক্ষিত ধন ও [illegible] লুঠ [illegible]য়া গজনেতে পাঠাইলেন, এবং সোমনাথের মূর্ত্তি খণ্ডং করিয়া মক্কাতে ও মদীনাতে পাঠাইলেন, ও লোকেরদের পা[illegible] দলন নিমিত্ত তাহারা সেইং নগরের বাহ[illegible]দ্বারের নীচে ফেলিলে[illegible]. মহমূদ সে স্থান পীড়ারহিত দেখিয়া অতিসন্তুষ্ট হইলেন ও সেখানে রাজধানী করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তাহার প্রধান মন্ত্রিরা তাহাকে বারণ করিল. পরে মহমূদ সিংহলদ্বীপ ও পেগু দেশের ধন বাহুল্য বার্ত্তা শুনিয়া সেইং দেশে যুদ্ধার্থে আগমন করিতে বাসনা করিলেন. এই শেষ যুদ্ধে তিনি দুই বৎসর ছয় মাস বিদেশে ছিলেন. তাহার প্রত্যাগমন সময়ে তাহার সৈন্যেরা পথ হারাইয়া অনেক দুঃখ পাইল: এই কারণ এক জন হিন্দু পথিদর্শকের খলতাবোধ করিয়া, তাহার কায়িক দণ্ড করিলেন: পরে সে পথিদর্শক স্বীকার করিল যে আমি সোমনাথের এক ব্রাহ্মণ, তুমি আমারদের সোমনাথের মূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত তোমারদিগকে এত দুঃখ দিয়াছি: তাহা শুনিয়া মহমূদ তৎক্ষণাৎ তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন.

ইহার পর আসন্ন মৃত্যু জানিয়া ঐ সাহসী অথচ নির্দয় রাজ

and jewels in his treasury, with all the spoils and tro-
phies he had won, should be placed before him:
on which having long fixed his eyes he burst into
tears. The following day he ordered a review of his
army, his camels, horses, and elephants, [illegible] which
having for some time feasted his [illegible] his mag-
nificent throne, he burst a second [illegible] tears; and
retired in dejection to his palace, [illegible] he soon after
expired, after appointing his youngest son Mahmood
to succeed to his vast dominions, with the exception
of Persian Irak, which he bequeathed to his eldest
son Masood. He died in the sixty-third year of
his age, and the thirty-fifth of his reign, in the year
1030.

Sultan Mahmood possessed many great qualities
and among the rest a dauntless fortitude, and great
wisdom; but they were all obscured by his insatia-
ble thirst for extending the triumphs of the Moosul-
man faith, and by his excessive cruelty. The wealth
he amassed in his various expeditions was enor-
mous: the splendor of his court attracted thereto
the most celebrated scholars from all parts of Asia.
Here they were hospitably entertained, more how-
ever from a spirit of ostentation than from true ge-
nerosity. In particular, his base conduct towards the
great Ferdoosi, one of the most celebrated poets of
the age, cannot fail to fix an indelible stigma on his
memory.

এবং আপনার ভাণ্ডারের তাবৎ স্বর্ণ ও রূপ্য ও অলঙ্কার সকল, ও তাবৎ লুঠিত ধন ও জয়সূচক পতকা আপন সম্মুখে আনিয়া রাখিতে আজ্ঞা করিলেন. সেই সকল বস্তুর উপরে দৃষ্টি করিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন. এবং তাহার পর দিবস আপন সৈন্য ও উষ্ট্র ও অশ্ব ও হস্তী এই সকলকে আপন সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিলেন; এবং আপন রাজসিংহাসনের উপরে বসিয়া কতক্ষণ দেখিয়া পুনর্ব্বার রোদন করিলেন, ও অতিমৃদু হইয়া রাজগৃহে গমন করিলেন. পরে তিনি কেবল পারসীর ইরাক দেশ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র মসউদকে দিয়া, কনিষ্ঠ পুত্র মহম্মদকে মহারাজ্যভারে নিযুক্ত করিলেন. অনন্তর পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে সন ১০৩০ সালে পরলোকগত হইলেন.

সুলতান মহমূদের অনেক গুণ ছিল, তাহার মধ্যে অশেষ সাহস ও তীক্ষ্ন বুদ্ধি. কিন্তু মহম্মদের মত বাড়াইবার তৃষ্ণা ও অতিনির্দয়তা দ্বারা অন্য সকল গুণ তিরোভূত ছিল. তিনি নানা যুদ্ধেতে যত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন সে অশেষ. তাহার সভার শোভা আসিয়ার অতিজ্ঞানবান লোকেরদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিল. মহমূদ আপন দানশক্তিপ্রযুক্ত যে সেখানে তাহারদের প্রতিপালন করিতেন তাহা নহে; কিন্তু কেবল আপন গৌরব প্রকাশের জন্যে তাহারদিগকে সমাদরপূর্ব্বক রাখিতেন. কিন্তু তৎকালীন সকলহইতে প্রসিদ্ধ ফরিদু নামে কবির প্রতি তাহার নিগ্রহ করাতে, তাহার নামেতে অক্ষয় এক কলঙ্ক হইয়াছে.

No Mahomedan prince before him ever attained so exalted a pitch of power and splendor, ever amassed so much wealth, ever made such large conquests, or stained his hands so deeply with human blood. His empire extended from the Caspian sea to the Him*a*l*u*y*a* mountains, and from the Tigris to the Ganges. At Gujni he was the liberal patron of the arts and sciences; but at Kanouj at Tanassar, at Delhi and Nagurkot*a*, at Muthoora, at Som*a*nat'h*a*, he displayed all the fury of a cruel conqueror, and of a relentless bigot. He left no city in upper Hindoost'han untouched, but with unsparing avarice, robbed them of all their wealth, and trampled under foot whatever was deemed sacred by the Hindoos. For thirty years, he kept Hindoost'han in a state of perpetual alarm, and well would it have been for these provinces had this disposition died with him; but he is only the first in a long list of ferocious conquerors and tyrants on whose history we are about to enter.

The family of Mahmood governed the empire he had established one hundred and fifty-four years. After his death, fourteen sovereigns sat on the Gujnavide throne, to the year 1184. During a considerable part of this period, the empire was harassed by the Seljukian chiefs who lived to the west of Gujni, and among whom four men of pre-eminent ability and courage appeared. This family was engaged in perpetual war with the family of Mah-

তাহার পূর্ব্বে কোন মুসলমান রাজা এমত পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় নাই, ও এত ধনসঞ্চয় করে নাই, ও এত দেশ অধিকার করে নাই, এবং মনুষ্যের রক্তেতে আপন হস্ত এমত মিশ্রিত করে নাই. কাস্পীয়ান সমুদ্র অবধি হিমালয়পর্য্যন্ত, ও তিগ্রুস সমুদ্রহইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত তাহার অধিকার ছিল. গজনেন নগরে তিনি জ্ঞানিরদের ও শিল্পিরদের অতিসমাদর করিতেন, কিন্তু কান্যকুব্জ ও আনেশ্বর ও দিল্লী ও গরকোঠ ও মথুরা ও সোমনাথের নগরেতে অতিশয় জয়শীল ও স্বনতবর্দ্ধকের নির্দয়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন. তৎকর্ত্তৃক অক্ষুণ্ণ পশ্চিম হিন্দুস্থানে কোন নগর ছিল না, কিন্তু অনিবার্য্য ধনাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বক তাহারদের সকল ধন লুঠিয়াছিলেন, এবং হিন্দুরদের কর্ত্তৃক যত মানিত বস্তু তাহারদিগকে তিনি পদতলে দলন করিয়াছিলেন. তিনি ত্রিশ বৎসরপর্য্যন্ত এই হিন্দুস্থানে সর্ব্বদা উৎপাত করিয়াছিলেন, এবং যদি এই দুঃস্বভাব তাহার সহিত মৃত হইত তথাপি হিন্দুস্থানের আনন্দ হইত. কিন্তু যে নির্দয় জয়শীল প্রমাদীব্যক্তিরদের বিবরণ আমরা কহিব তাহারদের মধ্যে মহমুদ কেবল প্রথম.

মহমুদের বংশ্য এক শত চৌয়ান্ন বৎসর রাজ্য করিল. তাহার মরণের পর ১১৮৪ সন পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ রাজা গজনেনের সিংহাসনে বসিলেন. এই সময়ের অধিক ভাগে গজনেনের পশ্চিম দিকস্থ সলজুকীয় রাজারা রাজ্য উৎকণ্ঠিত করিল; তাহারদের চারি জন জ্ঞান ওসাহসেতে অতিশয় উপযুক্ত হইয়াছিল. এই সলজুকীয়েরদের বংশ মহমুদের বংশের সহিত নিত্য যুদ্ধ করিত, এবং যতবার এ

mood, and the victory was as frequently on the one side as on the other. As the Seljukian monarchs however, seldom invaded Hindoost'han, it is not necessary that we should give a detailed account of their exploits.

In the history of Mahmood's successors, we shall perceive an unbroken series of revolutions, war, and massacre. Few if any of its sovereigns possessed the ability of Mahmood; and none of them added any lasting conquest in Hindoost'han to the empire which he bequeathed to them. To give a narration merely of revolutions, and assassinations, must necessarily tire the reader, yet the history of the succeeding century and a half is composed of little else. We shall therefore confine ourselves to a detail of the most prominent events, and distinctly notice any further progress which these chiefs made in Hindoost'han.

Mahomed, the Second king of Gujni.

Mahmood left two sons, twins, Mahomed and Masood; to the former of whom, contrary to the wishes and expectations of his people, he bequeathed his throne. Masood, on the death of his father, advanced from his government in Persia to claim the crown of his brother, who opened the royal treasury, and scattered profusely among his followers the wealth his father had accumulat-

দিকে জয় হইলে এতবার ও দিকে জয় হইল. ঐ সলজুকীয় রাজারা প্রায় কখনও হিন্দুস্থান আক্রমণ করে নাই, তৎপ্রযুক্ত তাহারদের বিবরণ লিখা অনাবশ্যক,

মহমুদের পরে যেং রাজারা সিংহাসনাধিকারী হইলেন, তাহারদের বিবরণ লিখিতে উপপ্লব ও যুদ্ধ ও বধ, এইং অবিচ্ছিন্ন ধারা লিখিতে হইবে. সে রাজারদের মধ্যে মহমুদের মত জ্ঞানী ও সাহসী প্রায় কেহ ছিলেন না, এবং মহমূদ হিন্দুস্থানের যে রাজ্য জয় করিয়া তাহারদিগকে দিয়াছিলেন সে রাজ্য তাহারা রদ্ধিষ্ণু করেন নাই. তাহারদের নানা উপপ্লব ও বধবিষয় লিখিলে কেবল পাঠকের শ্রমমাত্র হইবে, তথাপি আগামী দেড় শত বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছু নাই. এই হেতুক আমরা কেবল স্থূল বিবরণ লিখিব, এবং ইহারদের মধ্যে যে কোন রাজা হিন্দুস্থান নূতন আক্রমণ করিলেন, তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া লিখিব,

গজনেনের দ্বিতীয় রাজা মহম্মদ.

মহম্মদ ও মসউদ এই দুই যমজ সন্তান মহমূদের ছিল ; তিনি আপন প্রজা লোকেরদের অভিপ্রায় অন্যথা করিয়া মহম্মদকে সিংহাসন দিয়াছিলেন. মসউদ আপন পিতার মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়া, পারস দেশে আপন পদস্থানহইতে আপনভ্রাতার নিকটে রাজ্য লইবার কারণ আইলেন. মহম্মদ রাজকোষ খুলিয়া আপন পিতার সঞ্চিত ধন অমাত্যগণের মধ্যে বিতরণ করি

ed. This prodigality however failed to secure to him the affections of his soldiers, who had fixed their hopes on his brother. His lofty mien, undaunted courage, his great ability, and liberosity, fitted him for the throne. The arrow sent from his arm pierced the body of the largest elephant, and his mace was of such weight, that none beside himself could wield it. Mahomed marched out against him, but his generals and soldiers deserted him on his march, and delivered him over to his brother. To prevent all future disputes Masood put out his eyes; and he who had left Gujni in all the splendor of royalty returned to it a miserable object, deprived of his crown and his sight.

Masood, the Third king of Gujni.

Five months after the death of his father, Masood ascended the throne, and released all the state prisoners confined by his father and brother. During the confusion which preceded his ascending the throne, several of the cities in India which had been reduced by his father, revolted. Against these Masood directed his forces, and laid siege to a fort called Suruswutee, the garrison of which offered to submit to him; but before the ratification of the treaty, the piercing cries of some Moosulman

র. তিনি এই রূপ ধন ব্যয়করাতেও সৈন্যেরদের স্নেহ পাইলেন না, যেহেতুক তাহারা তাহার ভ্রাতার প্রতি অন্তঃকরণ রাখিত ছিল. মসউদ উগ্র দৃষ্টি ও অত্যন্ত সাহস ও বিজ্ঞতা ও সাধুতাতে সিংহাসনের উপযুক্ত ছিলেন. তিনি বাণ দ্বারা অতিবৃহৎ হস্তী সংহার করিতে পারিতেন, এবং তাহার এমত গদা ছিল যে তাহা বাহিরেক অন্যকর্তৃক উত্থাপিত হইত না. মহম্মদ তাহার সহিত মিলিতে নগরের বাহিরে যাইলেন, কিন্তু পথে তাহার সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মসউদের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিল এবং মসউদ ভাবি বিরোধ নিবারণার্থে তাহার চক্ষুরুৎপাটন করিয়া ফেলিলেন. এবং যে মহম্মদ ঐশ্বর্য্যেতে বেষ্টিত হইয়া গজনেন হইতে বাহিরে আসিয়াছিলেন, তিনি মুকুট ও চক্ষূরহিত হইয়া অতিদুঃখীরূপে প্রত্যাগমন করিলেন.

গজনেনের তৃতীয় রাজা মসউদ.

মসউদ আপন পিতার মরণের পাঁচ মাসের পর সিংহাসনে বসিলেন, এবং তাহার পিতা ও ভ্রাতা যে যুদ্ধলব্ধ লোকরদিগকে কএদ করিয়াছিলেন, তাহারদিগকে মুক্ত করিলেন. তাহার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে যে অসমাবেশ ছিল, তৎকালে তাহার পিতাকর্তৃক জিত ভারতখণ্ডের কতক নগর স্বাধীন হইল. ইহার বিপরীতে মসউদ আপন সৈন্য লইয়া গেলেন, ও সরস্বতী নামে এক দুর্গ বেষ্টন করিলেন; ঐ দুর্গের সৈন্যেরা তাহার অনুকূল হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বন্দোবস্তে সহী করিবার পূর্ব্বে ঐ

prisoners who were confined there, reac[illegible] [illegible] ea[illegible] of the army. Fired with indignation, they ma[illegible] impetuous assault, and having captured the [illegible], [illegible] to death every one in it, without regard to age [illegible] sex, and pillaged it of every thing valuable. In the mean time, the Selj[illegible]ks made an irruption into his dominions on the western side, and carried their ravages almost to the gates of Gujni; but they were quickly repulsed. About this time also a new p[illegible]ace was finished at Gujni, and a massy throne erected in it; a crown of fine gold weighing seventy maunds and studded with jewels was suspended over it. Under this canopy Masood, sat daily to give audience to his subjects.

In the year 1035, he again bent his progress to India, and attacked a fort and city of the name of Hansi, which the brahmuns had declared to be impregnable. After a siege of six days he took it, and having secured its immense treasures, marched to Sunput, forty miles from Delhi. At his approach, the chief, *Juya*-pala, fled into the woods, but his treasure fell into the hands of the conqueror; who, inspired with his father's zeal, ordered the temples to be laid in ruins, and the images to be hewn in pieces. In a letter which he wrote to his ministers during this expedition, he boasted that he had sacrificed to

...তক মুসলমান লোকেরদের রোদন মহম্মদের সৈন্যের ...রি হইল, তখনি ক্রোধেতে জ্বলিত হইয়া তাহারা ...নিয়মে আক্রমণ করিল, এবং দুর্গাধিকার করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতাপর্য্যন্ত সকল লোক বধ করিল, ও সেখানকার সমূল্য তাবৎ বস্তু লইল. ইতোমধ্যে তাহার পশ্চিম দিকস্থ রাজ্যে সলজুকীয়েরা আক্রমণ করিল, এবং গজনেনের দ্বারপর্য্যন্ত পঁহুছিল, কিন্তু সে...হইতে তাহারা অতিশীঘ্র তাড়ান গেল. এই সময়ে গজনেনে এক রাজগৃহ সমাপ্ত হইল, এবং তাহার মধ্যে এক মহা সিংহাসন স্থাপিত হইল, এবং সত্তরি মোন পরিমিত নিরট সুবর্ণনির্ম্মিত মণি মুক্তা প্রবালাদিতে খচিত এক মুকুট সেই সিংহাসনের উপরে ঝুলান গেল; তাহার নীচে মসউদ বসিয়া প্রতিদিন প্রজা লোকেরদের নিবেদন শুনিতেন.

সন ১০৩৫ সালে তিনি হিন্দুস্থানে আগমনারম্ভ করিলেন, এবং হানসী নামে এক দুর্গ ও নগর ঘেরিলেন; সেই নগরের বিষয়ে ব্রাহ্মণেরা কহিতেন যে সে অজেয়: ছয় দিন যুদ্ধের পর তিনি সেই দুর্গ ও নগর লইলেন, ও সেখানে অনেক ধন স্থির করিয়া রাখিয়া, দিল্লীহইতে বিশ ক্রোশ অন্তরে শোনপত নামে এক স্থানের প্রতি গমন করিলেন. তিনি সেখানে আগত মাত্র তাহার অধ্যক্ষ জয়পাল বনে পলায়ন করিলেন, এবং তাহার সকল ধন মসউদের হস্তেতে পড়িল. তিনি আপন পৈতৃক স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া সকল মন্দির সমভূমি করিলেন, ও সকল দেব মূর্ত্তি ছেদন করিলেন; তিনি আপন মন্ত্রির নিকটে অহঙ্কার পূর্ব্বক

the religion of Mahomet fifty thousand had taken seventy thousand prisoners, and a booty equal to a million of deenars. progress was however stopped by the earnest entreaties of his generals, that he would hasten to repel the invasion of the Seljuks, who in the style of eastern metaphor, were at first but ants, but were now become serpents: Masood met them on the plains of Dindaka, and so vast were their numbers that they almost surrounded his army. The enemy advanced with impetuosity, and so intimidated the troops of Gujni, that they began early to give way: several of his generals joined the enemy, while others fled to Gujni.

The valiant Masood, putting himself at the head of his few remaining followers, plunged into the thickest of the enemy, determined to force his way through them. But his valor was useless when opposed to such superior numbers, and he was obliged to make a hasty retreat to his capital, where he doomed the generals who had deserted him to perpetual confinement. The enemy after this fortified themselves so strongly in Khorasan, that Masood determined to retire into Hindoost'han till he

দিলেন, যে আমি মহম্মদের নিকটে পঞ্চাশ হাজার দান করিয়াছি, এবং সত্তরি হাজার লোক যুদ্ধে হত করিয়াছি ও দশ লক্ষ দীনারপর্য্যন্ত লুট করিয়াছি; কিন্তু তাহার সেনাপতিরা অনেক প্রার্থনাপূর্ব্বক হিন্দুস্থানের আর দূরপর্য্যন্ত যাইতে তাহাকে বারণ করিল, ও এক দৃষ্টান্ত দ্বারা কহিল, যে সলজুকীয়েরা পূর্ব্বে পিপীলিকাবৎ ছিল এখন সর্পাকার হইতেছে, অতএব তাহারদের বিপরীতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য. পরে মসউদ তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া ডিণ্ডাকার মাঠে সলজুকীয়েরদের সহিত মিলিলেন; তাহারদের এত সৈন্য ছিল যে মসউদের অল্প সৈন্য তাহারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল. সলজুকীয়েরা অতিবেগে আক্রমণ করিল, এবং গজনেমের সৈন্যের দিগকে এমত ভীত করিল যে তাহারা যুদ্ধারম্ভকালেই পশ্চাতে হটিতে লাগিল, এবং মসউদের কতক সেনাপতিরা বিপক্ষ পক্ষাশ্রিত হইল, ও অবশিষ্ট গজনেমে পলাইয়া গেল.

মহাসাহসী মসউদ অবশিষ্ট সৈন্য সঙ্গে করিয়া, বিপক্ষ ঘটার মধ্যে পথ করিয়া যাইবার কারণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বিপক্ষ সৈন্য বাহুল্যপ্রযুক্ত মসউদের সেই সাহস নিষ্ফল হইল, এবং আপন রাজধানীতে শীঘ্র পলাইয়া আসিতে তাহার আবশ্যক হইল. সেখানে পঁহুছিলে যে সেনাপতিরা তাহাকে যুদ্ধে ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, তাহারদের চিরকাল কারাবন্ধনরূপ দণ্ড করিলেন. সলজুকীয়েরা এমত দৃঢ়রূপে থোরাসানে রহিল যে তাহাতে মসউদ এই সকল উৎপাত দূর হও

could recover his affairs. With this view he all his wealth to Gujni, and, laying it on ceeded to Lahore. He likewise released Mahomed from confinement, and obliged him to accompany the expedition. When it arrived on the banks of the Indus, the slaves confederated with the troops to plunder the royal treasures, and in a moment all was uproar and confusion. From plundering the king's treasure, they proceeded to attack one another, and it is scarcely possible to conceive any thing more terrible than the scene which followed. A vast number of lives were lost; and the insurgents thinking themselves unsafe till they had deposed Masood, rushed into the tent; and having brought Mahomed before the army publicly proclaimed him king.

In this dilemma, neither the fortitude nor the courage of Masood, could avail him. Touched with his melancholy situation, his brother informed him that the security, not the destruction, of his person was his object, and desired him to fix on some fort to which he might retire. Masood chose Kohtan-Kebei. So reduced were his circumstances, that he was obliged to apply to his brother for money to pay his menial servants. That brother, less generous than merciful, sent him five hundred deenars. It was

আপনাকে হিন্দুস্থানে থাকিতে বাসনা করিলেন. এইহেতুক তিনি আপন সকল ধন উষ্ট্রের উপরে বোঝাই করিয়া গজনেন হইতে লাহোরের দিকে আগমন করিলেন, এবং আপন ভ্রাতা মহম্মদকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিয়া সঙ্গে লইলেন. সিন্ধু নদীর তীরে পঁহুছিলে মসউদের দাসেরা সৈন্যেরদের সহিত রাজকোষ লুটিবার কারণ একবাক্য হইল, তাহাতে এক পলের মধ্যে অতিবাদ উপপ্লব উপস্থিত হইল. রাজকোষ লুঠ করিয়া তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহাতে এত দুর্ঘটনা ঘটিল যে সে মনের অগোচর. অনেক লোক মারা পড়িল, এবং সেই বিবাদিরা ভাবিল যে যত দিন মসউদ সিংহাসনে আছেন তত দিন আমরা সঙ্কটাপন্ন, এই নিমিত্ত তাহারা তাম্বুর মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিয়া মহম্মদকে বাহিরে আনিয়া রাজা নামে তাহাকে খ্যাত করিল.

এই দুর্ঘটনাতে মসউদের সাহস ও প্রবল স্বভাবের কিছু ফল হইল না. তাহার দুঃখাবস্থা দেখিয়া তাহার ভ্রাতা দয়া করিয়া তাহাকে কহিলেন, যে আমি তোমাকে মারিতে বাসনা করি না কিন্তু রক্ষা করিতে, অতএব তুমি এমত কোন দুর্গ মনোনীত কর যে সেখানে নির্ভাবনায় বাস করিতে পার. তাহাতে মসউদ কোবরাকিবেই নামে স্থান মনোনীত করিলেন. তিনি এমত দুঃখী হইয়াছিলেন, যে আপন চাকরের বেতনের নিমিত্ত আপন ভ্রাতার নিকটে তাহার যাচ্ঞা করিবার আবশ্যক হইল. সেই ভ্রাতা দয়ালু কিন্তু কৃপণ ছিলেন, অতএব তাহার কাছে কেবল

then that Masood felt for the first time the misery of his situation, and exclaimed in the anguish of his heart, "O cruel reverse of fate! yesterday I was a mighty prince; three thousand camels bent under the load of my treasures; to-day I am forced to beg, and receive but mockery in return." Indignant at this treatment he borrowed a thousand deenars of his servants; and having bestowed them on his brother's messenger, returned him the five hundred he had sent.

Not long after, Mahomed finding himself incapacitated for the government by the loss of his sight, resigned the sceptre to his son Ahmed, who not thinking himself secure while his uncle lived, went with two attendants to the place of his confinement and assassinatad him. Modud the son of Masood, who was then at Balk with a large army, hearing of the event, vowed revenge against his father's murderers, and came down upon the city of Gujni, the inhabitants of which received him with joy. The opposite party hastened to meet him, and the two armies engaged on the bank of the Indus. The forces of Ahmed were completely defeated, and he with his father, and the two murderers fell into the hands of the victor, who ordered them to immedi-

পাঁচ শত দীনার পাঠাইলেন. সেই সময় মসউদ প্রথম আপন দুরবস্থা জ্ঞান করিলেন, এবং প্রাণের কাতরতাতে কহিলেন, যে হায় নির্দয় কপাল, কল্য আমি এক মহারাজ ছিলাম, তিন সহস্র হস্তী আমার ধনভারেতে মন্থর হইত, অদ্য আমার যাচ্ঞা করিতে হইল, এবং তাহা করণেতেও উপহাসপ্রাপ্ত হইলাম. এই অপমানে উষ্মান্বিত হইয়া আপন চাকরের স্থানে এক সহস্র দীনার ঋণ করিয়া আপন ভ্রাতার চাকরকে পারিতোষিক দিলেন, ও ঐ পাঁচ শত দীনার আপন ভ্রাতার নিকটে ফিরিয়া পাঠাইলেন.

কতককাল পরে মহম্মদ বুঝিলেন যে আপনার অন্ধতাপ্রযুক্ত রাজকর্ম্ম সুন্দর চালাইতে পারেন না, তৎপ্রযুক্ত রাজদণ্ড আপন পুত্র অহম্মদকে অর্পিত করিলেন. অহম্মদ আপন পিতৃব্য মসউদ কারাগারে থাকিতে আপন রাজত্ব অস্থির জানিয়া কারাগারে দুই জন ঘাতুক পুরুষকে সঙ্গে লইয়া মসউদকে বধ করিলেন. মস উদের পুত্র মুদদ সেই সময়ে মহাসৈন্য লইয়া বলখ নগরে ছিলেন; তিনি এই সমাচার শুনিয়া আপন পিতৃসংহারক ব্যক্তিকে প্রতিফল দিবার কারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং গজনেতে আগমন করিলেন; সেখানকার লোকেরা মহোৎসাহ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিল. তাহার প্রতিকূলেরা তাহার সহিত শীঘ্র মিলিবার কারণ সসজ্জ হইল, ও সিন্ধুনদীতীরে উভয় পক্ষে মহাযুদ্ধ হইল. পরে অহম্মদ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, এবং মহম্মদ ও অহম্মদ ও মসউদের হত্যাকারী দুইজন, এই চারি ব্যক্তি জয়শীল মুদদের হস্তে পড়িল, ও তিনি তাহারদিগকে তখনি সং

ate execution. He then marched back to Guj and ascended the throne. Masood reigned nin years and nine months; he was assassinated in the year 1041. He was a brave and magnificent prince easy of access; and so great a patron of learning, that a philosopher of Khorasan, having composed a work on astronomy, Masood presented him with an elephant of silver. He built many noble mosques, and founded and endowed many schools for learning.

Modud, the Fourth king of Gujni.

Modud on his ascending the throne, dispatched a general against Nami, a son of Mahomed who appeared to revenge his father's death, but was completely overcome. A more formidable enemy appeared in the person of Mayoodud his own brother who was dertermined to share the throne with him. He seized on all the Indian provinces which acknowledged the authority of Gujni, and marched against his brother with an army so numerous and well disciplined, that the troops of Modud shrunk from the combat, and several of his generals deserted his standard. On the morning appointed for the battle however, Mayoodud was found dead in his bed, and the next day his friend and

হার করিলেন. অনন্তর মুদদ ফিরিয়া আসিয়া গজনেনের সিংহাসনোপরি উপাবিষ্ট হইলেন. মসউদ নয় বৎসর নয় মাস রাজ্য করিয়াছিলেন, ও ১০৪১ সালে তিনি হত হইলেন. তাহার এই দুই গুণ ছিল, ভীমত্ব ও অধিগম্যত্ব, তিনি এমত বিদ্বৎপ্রতিপালক ছিলেন যে খোরাশান নগরে এক জন খগোলীয় বিদ্যাবিষয়ক এক গ্রন্থ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে রূপ্যের মুদ্রা দিয়াছিলেন. তিনি অনেক অত্যুত্তম মসজিদ গাঁথিয়াছিলেন, ও বিদ্যা শিক্ষার্থে অনেক বিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তাহার ব্যয়ার্থ বৃত্তি করিয়া দিয়াছিলেন.

গজনেনের চতুর্থ রাজা মুদদ.

মুদদ সিংহাসনোপরি আরোহণ করিয়া, মহমুদের পুত্র নামির প্রতিকূলে এক সেনাপতিকে পাঠাইলেন. তিনি আপন পিতার মৃত্যুর প্রতিফল দিতে চেষ্টান্বিত ছিলেন, কিন্তু শেষে পরাজিত হইলেন. মুদদের আপন ভ্রাতা মাযুদদ নামিহইতেও তাহার এক ভয়ানক শত্রু উপস্থিত হইলেন, যেহেতুক তিনি কহিলেন যে আমিও ঐরাজ্যার্দ্ধের অধিকারী হইব. গজনেনের অধীন ভারতখণ্ডের যেং প্রদেশ ছিল তাহা তিনি অধিকার করিলেন, এবং তিনি নিয়মে অবস্থিত এত সৈন্য লইয়া আপন ভ্রাতার প্রতিকূলে গেলেন, যে মুদদের সৈন্যেরা তাহারদের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না, এবং মুদদকে ছাড়িয়া তাহার কতক সেনাপতিরা পলাইল. যে দিন যুদ্ধারম্ভের কল্প ছিল সে দিন প্রত্যূষে মাযুদদকে শয্যার উপরে মৃত দেখা গেল, এবং তাহার পক্ষ

counsellor was found dead also; which circumstances created strong suspicions of murder against Modud. The opposite army submitted to him on the death of its leaders.

At this time the Seljuks recommenced their inroads into the empire of Gujni, and established themselves so powerfully in Persian Irak, and Khorasan, that, all Modud's efforts could not expel them. Burning with resentment against the family of Mahmood, who had for forty years ravaged India with fire and sword, the sovereigns of the northern provinces of India prepared to embrace the opportunity offered by the invasion of the Seljuks on the one side, to make an inroad on the other. At the head of the confederacy was the raja of Delhi, who with an immense army besieged the strong holds of the Moosulmans, and with little difficulty retook the forts of Hansi and Tanassar, but was detained four months before Nagur-kot*a*, which the besieged, despairing of succour, at length abandoned to him. The brahmuns in the mean time prepared at Delhi an exact resemblance of the image which the first Mahmood had carried from thence to Gujni, and secretly conveyed it on the night of the surrender into the temple of Bheem. The frantic joy and acclamations of the people on the first sight of the image seated on his throne, can scarcely be conceived. The

দিবস তাহার মন্ত্রী ও সেনাপতি সেই রূপ দেখা গেল. ইহাতে মুদদের প্রতি সকল লোকের সন্দেহ হইল. সেই দুই প্রধান মরিলে তাহার সৈন্যেরা সুতরাং মুদদের হস্তগত হইল.

এই সময়ে সলজূকীয়েরা গজনেন রাজ্যের উপরে আক্রমণ করিতে পুনরুপক্রম করিল, এবং পারসীদেশস্থিত ইরাক রাজ্য ও খোরাসান প্রদেশে তাহারা এমন সুদৃঢ় হইল, যে বহু যত্নপূর্ব্বক ও তাহারদিগকে মুদদ তাড়াইতে পারিলেন না. মহমুদ চল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত অগ্নি ও তলোবারদ্বারা ভারতবর্ষ যে বিরক্ত করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাহার বংশের প্রতি রাগে প্রজ্বলিত হইয়া হিন্দুস্থানের উত্তর ভাগস্থ রাজারা, সলজূকীয়েরদের কর্ত্তৃক গজনেনের পশ্চিম দিক আক্রম্যমাণ দেখিয়া, সেই সময় ভাল জ্ঞান করিয়া গজনেনের পূর্ব্ব দিক আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন. এই সংঘটের প্রধান দিল্লীর রাজা, তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মুসলমানেরদের যে দৃঢ় স্থান ছিল তাহা বেষ্টন করিয়া অল্পায়াসে হানসী ও থানেশ্বর লইলেন, কিন্তু চারি মাসপর্য্যন্ত নগরকোঠের সম্মুখে ছিলেন, এবং সেখানকার লোকেরা ভগ্নপ্রত্যাশ হইয়া শেষে ঐ দুর্গ তাহারদিগকে দিল. পূর্ব্ব সুলতান মহমুদ যে প্রতিমা গজনেনে লইয়া গিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিত তৎস্বরূপ এক প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলেন, এবং যে রাত্রিতে নগরকোঠ তাহারদের হস্তে সমর্পিত হইবে. সেই রাত্রিতে গুপ্তরূপে ভীমনামে দুর্গে ঐ প্রতিমা স্থাপিতা করিলেন. যখন সেই প্রতিমাকে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট প্রথমে লোকেরা দেখিল, তখন আনন্দরূপোন্মাদে এত কোলাহল করিল, যে সে লিখা ভার. পুনর্ব্বার মন্দির

temple regained its credit—and the brahmuns their profits, while devotees from the remotest corners of Hindoost'han hastened to bend the knee before it. Encouraged by this degree of success, other rajas joined the confederacy, and laid siege to Lahore, the garrison of which after being reduced to the greatest extremity, sallied out one day on the besiegers, and so completely repulsed them, that they abandoned the siege and retired. Soon after they fell out among themselves, and some declared in favor of Modud, by whose assistance he extinguished the last spark of rebellion, and re-established his authority.

The remainder of his reign was spent in a series of conflicts with those perpetual enemies of his family, the Seljuks. They were defeated in various battles by the generals of Modud, who hoping to exterminate them at one blow collected all his forces and marched against them. But he was seized with a disorder on his march which obliged him to return to Gujni where he expired in the year 1049, after a reign of nine years.

(To be continued.)

প্রসিদ্ধ হইল, ও ব্রাহ্মণেরা পুনর্লাভপ্রাপ্ত হইল, এবং হিন্দুস্থানের শেষ সীমাহইতে যাত্রিকেরা তাহার নিকটে প্রণাম করিবার কারণ শীঘ্রগামী হইল. ঐ সংমিলিত রাজারদের জয় দেখিয়া প্রত্যাশাপন্ন হইয়া, অন্যং রাজারাও তাহারদের সহিত মিলিলেন, তাহারা লাহোর নগর বেষ্টন করিলেন. লাহোরের সৈন্যেরা শেষ দুর্ঘটনা প্রাপ্ত হইয়া, এক দিন আপনারদের বেষ্টনকারি হিন্দু সৈন্যেরদের উপরে অকস্মাৎ এমন আক্রমণ করিল, যে তাহাতে তাহারা হটিয়া স্থানান্তরে গেল. কতক কাল পরে তাহারদের মধ্যে বিরোধ হইয়া কতক মুদদের পক্ষে আইল, তৎ প্রযুক্ত মুদদ হিন্দু রাজারদের প্রতিকূলকারিকে নষ্ট করিলেন, ও পুনর্বার আপন রাজ্য সুদৃঢ়রূপে স্থির করিলেন.

তিনি আপন রাজ্যের অবশেষ কালে নিত্য বিরোধকারি সলজুকীয়েরদের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধকর্ম্মে কালক্ষেপ করিলেন. মুদদের সেনাপতিরা অনেক যুদ্ধে তাহারদিগকে পরাজিত করিল, এবং মুদদ তাহারদিগকে একাঘাতে নষ্ট করিতে প্রত্যাশা করিয়া, আপন সকল সৈন্য একত্র করিয়া তাহারদের উপরে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পথে তাহার আস্বাস্থ্য উপস্থিত হওয়াতে গজনেনে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং নয় বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া আপনি ১০৪৯ সনে প্রাণত্যাগ করিলেন.

(ইহার শেষ কথা আগামী ভাগে দেওয়া যাইবে.)

The necessity of considering both sides of a Question.

In a point were four roads met together, an image had been placed with the hand resting upon a shield, the outside of which was of gold, and the inside of silver.

It happened one day that two knights completely armed, arrived from opposite parts of the country at this statue, at the same time; and as neither of them had seen it before, they stopped to observe the excellence of its workmanship. After contemplating it for some time; "this golden shield," says the knight;—Golden shield! cried the other knight, who was strictly observing the opposite side, "If I have eyes, it is silver. If ever I saw a golden shield in my life, said the other, this is one." Yes, returned the knight, smiling, it is very probable indeed, that they should expose a shield of gold in so public a place as this! for my part, I wonder that even a silver one, has not proved too strong a temptation for the cupidity of those who pass this way; as it appears, by the date, that this has been placed here above three years.

The knight who affirmed it to be gold, not able to bear the taunts of the other, grew so warm in the

উভয় দিক নিরীক্ষণের আবশ্যকতা বিষয়ে.

এক চতুষ্পথে এক মূর্ত্তি রাখা গিয়াছিল, তাহার হস্তাবলম্বন এক ঢালের উপরে. ঐ ঢাল এক দিকে স্বর্ণ ও অন্য দিকে রূপ্যে মণ্ডিত.

এক দিন দৈবাৎ দুই জন ঘোড়সোয়ার দুই দিকহইতে ঐ মূর্ত্তির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহারদের মধ্যে পূর্ব্বে কেহই ঐ মূর্ত্তি দেখে নাই, তৎপ্রযুক্ত দুই জন তাহার শিল্প কর্ম্ম দেখিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞান করিতে লাগিল. কত ক্ষণ অবলোকন করিতেং এক ব্যক্তি কহিল যে এই স্বর্ণময় ঢাল;— দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তির অন্য দিকে দেখিতেছিল, সে তাহার কথা শুনিবামাত্র কহিল যে এ কি স্বর্ণঢাল, যদি আমার চক্ষু থাকে তবে এ ঢাল রূপ্যময়. প্রথম ব্যক্তি কহিল যে যদি আমি কখনও স্বর্ণ দেখিয়া থাকি তবে এ অবশ্য স্বর্ণঢাল. দ্বিতীয় তাহাকে উপহাসপূর্ব্বক কহিল যে এমন মাঠে অবশ্য স্বর্ণঢাল রাখিবেক, আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে পথিকেরা কেন রূপ্যঢাল লইয়া যায় নাই, যেহেতুক ইহার উপরে যে লিখিত আছে তাহার দ্বারা জানা যায় যে এই ঢাল তিন বৎসর এখানে আছে.

স্বর্ণঢালবাদী দ্বিতীয় ব্যক্তির উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল. পরে দুই

dispute, that it soon ended in a challenge. They both therefore turned their horses, and rode back so far as to have sufficient space for their career; then couching their spears, they flew at each other with the greatest impetuosity. The blow on each side was so effectual, that they both fell to the ground, greatly wounded and bruised; and lay there for sometime, as in a trance.

A good man, who was travelling that way, found them in this condition. He had a balsam which he had composed himself, for he was skilful in a knowledge of the plants that grew in the fields. He applied his balsam to their wounds, and brought them to life again. As soon as they were sufficiently recovered, he began to enquire the occasion of their quarrel. "Why, this man, cried one of the knights, will have it that yonder shield is silver. —And he will have it, replied the other knight, that it is gold.

Ah! said the countryman with a sigh, you are both my brethren, in the right—and both in the wrong: had either of you given himself time to look at the opposite side of the shield, all this passion and bloodshed might have been avoided. One side of the shield is of gold and the other of silver. Learn from the evils that have befallen you on this occasion, never to enter into any dispute for the future, till you have fairly *considered both sides of the question.*

জন আপনং ঘোটক ফিরাইয়া ধাবনোপযুক্ত আয়ত স্থানে গেল, ও আপনং বর্ষা অস্ত্র উদ্যত করিয়া দৌড়িয়া পরস্পর আক্রমণ করিল. তাহাতে উভয়ের এমত আঘাত লাগিল যে দুই জন আঘাতী ও কাতর হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল, ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রহিল.

এই কালে এক জন অতিশিষ্ট মনুষ্য পথে যাইতেছিল, সে তাহারদিগকে সে রূপ দুর্দশাগ্রস্ত দেখিল. সে ব্যক্তি বনৌষধিতে পণ্ডিত ছিল, ও আপনি এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিল সে ঔষধ তাহার সহিত ছিল, সে ঔষধ তাহারদের ক্ষতে লাগাইয়া তাহারদিগকে সজীব করিল ; যখন তাহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল তখন সে তাহারদিগকে বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল. এক জন বলিল যে এই ঘোড়সোয়ার কহে যে এই ঢাল রূপ্যের. দ্বিতীয় কহিল যে এই ব্যক্তি কহে যে এই ঢাল স্বর্ণের এ কি চমৎকার.

তখন সে পথিক খেদ করিয়া কহিল যে হায়, হে ভ্রাতারা, তোমরা দুই জন সত্য বুঝিয়াছ ও দুই জন মিথ্যা বুঝিয়াছ, তোমারদের এক জনও যদি আপনার অদৃষ্ট দিক দেখিতা তবে এত ক্রোধ ও রক্তারক্তি হইত না, যেহেতুক এই ঢালের এক দিক স্বর্ণ ও অন্য দিক রূপ্য. অতএব অদ্য তোমারদের যে দুর্দশা ঘটিয়াছে ইহার দ্বারা তোমরা শিক্ষিত হও, যে তোমরা কোন বিষয়ের দুই দিক না দেখিয়া কদাচ বিরোধ করিও না.

On Intemperance.

Cyrus, king of Persia, when a youth, being at the court of his father Cambyses, undertook one day to be the cup-bearer at the table. It was the duty of this officer to taste the liquor before it was presented to the king.

Cyrus, without performing this ceremony, delivered the cup in a very graceful manner to his father. The king reminded him of his omission, which he imputed to forgetfulness. No, replied Cyrus, I was afraid to taste it, because I apprehended there was poison in the liquor; for not long since, at an entertainment which you gave, I observed that the lords of your court, after drinking of it, became noisy, quarrelsome, and frantic. Even you, Sir, seemed to have forgotten that you were a king.

Anecdote of a King and a Dervise.

A certain prince of Tartary, in company with his nobles, was met by a Dervise, who cried with a loud voice, "Whoever will give me a hundred pieces of gold, I will give him a piece of advice." The king ordered him the sum. Upon which the Dervise said, "Begin nothing of which thou hast not well considered the end." The courtiers, upon

মত্ততাবিষয়ে.

পারশীর রাজা কোরেস, যৌবনকালে আপন পিতা কেম বাইসেজের রাজগৃহে ছিল. এক দিন কোরেশ আপন পিতাকে মদিরাপান করাইবার পদ আপনি গ্রহণ করিল. ঐ পদস্থ চাকরের ধারা এই ছিল যে বাদশাহকে মদিরা দিবার পূর্ব্বে আপনি তাহার আস্বাদন করিত.

কোরেশ সেই মত না করিয়া অতিসুন্দররূপে বাদশাহকে পান পাত্র দিল. বাদশাহ তাহাকে ঐ ধারার স্মরণ করাইলেন, ও কহিলেন যে তুমি বুঝি সে ধারা বিস্মৃত হইয়াছ. কোরেশ উত্তর করিল, যে আমি বিস্মৃত হই নাই, কিন্তু ভাবিয়াছিলাম যে ইহাতে কিঞ্চিৎ মন্দ আছে, যেহতুক আপনি যখন বড় ভোজ করিয়াছিলেন, তখন এইরূপ মদিরা পান করিয়া আপনকার উজীরেরা ও অমাত্যেরা কি রূপ ঔদ্ধত্য করিয়াছিল, এবং আপনিও বাদশাহের অকর্ত্তব্য ব্যবহার করিয়াছিলেন.

এক বাদশাহ ও দরবেশ ফকীর.

তাতার দেশের এক বাদশাহ আপন অমাত্যগণের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইতোমধ্যে এক দরবেশ ফকীর অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, যে আমাকে শত খণ্ড স্বর্ণ যে দিবেক তাহাকে আমি এক উপদেশ দিব. বাদশাহ তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তত সুবর্ণ দিলেন. ফকীর বাদশাহকে এই উপদেশ দিল, যে যে কর্ম্মের শেষ না দেখ তাহার আরম্ভ

hearing this plain sentence, smiled, and said with a sneer, "The Dervise is well paid for his maxim." But the king was so well satisfied with the answer, that he ordered it to be written in letters of gold, on several places of his palace.

Not long after, the king's surgeon was bribed to kill him with a poisoned lancet at the time of bleeding him. When the king's arm was bound and the fatal lancet in the hand of the surgeon, he looked up and read on the wall, "Begin nothing of which thou hast not well considered the end." He immediately started, and let the lancet fall out of his hand. The king observing his confusion, enquired the reason. The surgeon fell prostrate, confessed the whole affair, and was pardoned; but the conspirators were put to death. The king then turning to his courtiers, who had heard the advice with contempt, told them, "that the maxim which had saved the life of a king could not be too much valued.

Of the Druids.

The ancient Britons, eighteen hundred years ago, were idolators, and worshipped the sun, moon, stars, rivers, hills and trees. The priests who taught the

করিও না. অমাত্যেরা সে কথা সোজা জ্ঞান করিয়া উপহাস পূর্ব্বক কহিল, যে এই ফকীর এই উপদেশ দিয়া অনেক লাভ করিল. বাদশাহ তাহাতে এমত তুষ্ট হইলেন যে ঐ উপদেশ বাক্য তাবৎ রাজগৃহে সুবর্ণাঙ্কিত করিয়া লিখিয়া রাখিলেন.

কতক কালে পরে কোন শত্রু বাদশাহের রক্তমোক্ষণ কালে, তাহাকে বিষ দিয়া মারিবার কারণ বাদশাহের চিকিৎসককে অনেক টাকা ঘুষ দিয়াছিল. পরে যখন চিকিৎসক বাদশাহের হাত বান্ধিল ও মৃত্যুসূচক অস্ত্র হস্তে করিল, তৎকালে ঐ চিকিৎসক উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল, ও যে কর্ম্মের শেষ না দেখ তাহার আরম্ভ করিও না, এই উপদেশবাক্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ অস্ত্র তাহার হাতহইতে পড়িল. বাদশাহ তাহার এই ব্যবহার দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন. পরে চিকিৎসক বাদশাহের পদাবনত হইয়া সে সকল বিষয় তাহাকে সত্য কহিল. তাহাতে বাদশাহ তাহাকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু যাহারা তাহাকে ঘুষ দিয়াছিল তাহারদের বধ করিলেন. যাহারা পূর্ব্বে ঐ উপদেশবাক্য হেয়জ্ঞান করিয়াছিল, তাহারদের প্রতি অবলোকন করিয়া বাদশাহ কহিলেন, যে যে উপদেশবাক্য দ্বারা এক বাদশাহের জীবনরক্ষা হইল তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে পার না.

ক্রুইদবিষয়ে.

আটার শত বৎসর হইল, ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পূর্ব্ব পুরুষেরা দেব পূজক ছিল, এবং সূর্য্য চন্দ্র তারা নদী পর্ব্বত বৃক্ষপ্রভৃতি পূজা

principles, and performed the offices of their religion, were called Druids. Their places of worship were chiefly in the open air, in a grove planted with those trees in which they most delighted. The chief of these was the oak, for which they had so high an esteem, that they did not perform the least religious ceremonies, without being adorned with garlands of its leaves. These sacred groves were watered by some consecrated fountain or river, and surrounded by a ditch or mound, to prevent the intrusion of the profane. In the centre was a circular area, inclosed with one or two rows of large stones.

The Druids enjoyed the highest honors and privileges. So great was the veneration in which they were held, that when two hostile armies, inflamed with martial rage, were on the point of engaging in battle, at their intervention, they sheathed their swords, and became calm and peaceful.

In some of their most magnificent temples, they laid stones of prodigious weight on the tops of standing pillars, which added much to the grandeur of the place. At Stone henge, there are large stones laid on each other, of such prodigious magnitude, that mankind have been unable to discover how they were raised up, since even in this age when machinery has been carried to such perfection, there is scarcely any instrument of sufficient strength to raise

করিত. যে পুরোহিতেরা পূজার ব্যবস্থা শিক্ষা করাইত ও নানা ক্রিয়া করিত তাহারদের নাম ড্রুইদ. তাহারদের সকল পূজাস্থান অনাবৃত স্থানে ছিল, এবং তাহারা যেং বৃক্ষ স্নেহ করিত সেইং বৃক্ষেতে পূজার স্থানের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিত ; তাহার মধ্যে প্রধান বৃক্ষ বাতানা ; ঐ বৃক্ষ তাহারদের এমন মান্য ছিল, যে তাহারা বাতানার পত্রের মুকুট মাথায় না দিয়া কোন পারত্রিক কর্ম্ম করিত না. এই ধার্ম্মিক বন কোন ধার্ম্মিক নদীর দ্বারা সিক্ত ছিল, এবং অপবিত্র লোকের অপ্রবেশের নিমিত্ত সেই বনের চতুর্দ্দিকে পরিখা কিম্বা পগারদ্বারা বেষ্টিত করিত, তাহার মধ্যস্থলে বেদি ও তাহার চতুর্দ্দিকে দুই তিন থাক ইষ্টক কিম্বা প্রস্তর রাখিত.

ড্রুইদেরা সকলহইতে সম্ভ্রান্ত ও কর্ম্ম বিশারদ ছিল, তাহারা এমত মান্য ছিল, যে যদি দুই দল সৈন্য যুদ্ধার্থে অস্ত্রশস্ত্র সহিত প্রস্তুত থাকিত, এবং ড্রুইদেরা মধ্যে আসিয়া উভয় পক্ষে বারণ করিত, তবে সৈন্যেরা আপনং অস্ত্রশস্ত্র সম্বরণ করিত এবং ক্ষান্ত হইত.

তাহারদের পূজার কারণ মন্দিরও ছিল, তাহারা স্তম্ভের উপরে বৃহৎ প্রস্তর রাখিয়া তাহার উপরে সেই মন্দির করিত, তাহাতে সে মন্দির অতিভয়ানক জ্ঞান হইত. ইংগ্লণ্ড দেশে স্তোনহেঞ্জ নামে এক স্থানে এমত বৃহৎ প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে রাখা গিয়াছিল, যে মনুষ্যেরা নিশ্চয় করিতে পারে না যে কিরূপে ঐ প্রস্তর উঠাইয়াছে, যেহেতুক ইদানীন্তন কালে নানাবিধ শিল্প কর্ম্ম নৈপুণ্য হওয়াতেও আমারদের এমত কল নাই যে সেই

them. They are supposed by many to be the remains of a Druidical temple. Though the sacred groves of the Druids have been long destroyed, yet of the temples and the stone tables, which were inclosed within them, there are still many vestiges in the British isles, and other parts of Europe. In such places it was customary for the priests or Druids to collect the British youth, and there give them what instruction they thought in that barbarous age, best suited for their future welfare.

The state of bliss into which the souls of good men were supposed by the Druids, to enter immediately after their death, was called the *island of the brave and virtuous.* There the sun shed its kindest influence. The face of nature, always unruffled and serene, diffused happiness on every creation, and wore a perpetual smile of joy. Their place of future torments was a gloomy region, frozen with perpetual cold, an idea of punishment very natural for a people, who live in a climate where the inconveniences of cold are more strongly felt than those of heat.

রূপ দুর্ঘট কর্ম্ম করিতে পারি. অনেক লোক মনে ভাবে যে পূর্ব্ব কালে এই ড্রুইদেরদের এক মন্দির ছিল. ড্রুইদেরদের পবিত্র বন এখন লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইংলণ্ড দেশে ও ইউরোপের অন্যং প্রদেশে তাহারদের মন্দির ও মন্দিরের মধ্যকার মেজ্যের প্রস্তর কতকং অদ্যাপি আছে. এইং মত স্থানেতে ড্রুইদেরা ইংগ্লণ্ডী য়েরদের বালকেরদিগকে অসভ্য কালীন পারত্রিক বিষয় শিক্ষা করাইত.

ড্রুইদেরা কহিত যে শিষ্ট মনুষ্যেরদের মরণানন্তর প্রাণ যেই স্থানে যায় সে স্থানের নাম সাহস ও সৌজন্যের উপদ্বীপ, তাহারা কহিত যে সে স্থানে সূর্য্য অতিকোমলরূপে আলোক করেন, এবং সেখানকার পৃথিবীর মুখ সতত স্থির, তৎপ্রযুক্ত প্রসন্ন হইয়া সেখানে সকল জীবিগণ সদানন্দে থাকে. তাহারা নরকের এই লক্ষণ কহে যে নরক অত্যন্ত ঘোর স্থান, ও শীতেতে পূর্ণ. যেহেতুক তাহারদের দেশে গ্রীষ্ম কাল অপেক্ষায় শীত কালে অতিশয় কষ্ট.

Dig-Durshun,

OR THE

INDIAN YOUTH'S MAGAZINE.

No. XII.

March, 1819.

No. XII.

Continuation of the History of Hindoost'han.

Masood II. Fifth king of Gizni.

After the death of Modud, his two generals Ali and Hajib determined to set upon the imperial throne the creature most subservient to his wishes. Ali brought forth Masood, the son of Modud an infant of the age of four years, and advanced him to the supeme authority. The nobles who could not brook the government of an infant, and those who dreaded the civil dissensions which might arise from it, gave their support to Hajib, who determined to advance Abdul-Hussen, a son of Masood and the brother of the last monarch. The two generals soon came to an engagement which was to decide the fate of this great empire. Hajib was victorious, and Masood having reigned six days was deposed, and his rival elevated to the vacant throne.

[illegible]দশ ভাগ.

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস.

গজনেনের পঞ্চম রাজা দ্বিতীয় মসউদ.

মুদুদের মরণানন্তর তাহার দুই সেনাপতি আলী ও হাজীব স্বস্বপক্ষভুক্ত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইতে উদ্যোগ করিল. আলী চারি বৎসরবয়স্ক মুদদের পুত্র মসউদকে আনিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিল. কিন্তু মান্য লোকেরা বালকের রাজশাসনেতে অসম্মত হইল, এবং যে ব্যক্তি বালকের রাজশাসন নানা অসামঞ্জস্যসূচক ভাবিল তাহারা হাজীবের অনুকূল হইল. হাজীব মৃত রাজার ভ্রাতা অথচ মসউদের পুত্র আবদুল রহমানকে সিংহাসনে বসাইতে বাসনা করিল. এই মহারাজ্যভোগ নিশ্চয় করিবার কারণ উভয় সেনাপতি মহাযুদ্ধ করিল. তাহাতে হাজীবের জয় হওয়াতে মসউদ ছয় দিন রাজ্য করণের পর রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন; এবং তাহার বিপক্ষ সিংহাসনারোহণ করিলেন.

Abdul-Hussen, Sixth king of Gujni.

Abdul-Hussen, to give stability to the throne, married the wife of his deceased brother Modud. The rebel Ali, though discomfited, was not subdued, but retired to Mooltan, and kept quiet possession of that province. In the mean time a new and more formidable enemy appeared in the person of Abdul-Rashid a son of the great Sultan Mahmood, who had been imprisoned by Modud. Risac the general of Modud, hearing of his master's death, released him from confinement, and considering him as possessing strong claims to the throne, determined to support his pretensions. His party daily gained strength, and in the second year of the reign of Abdul-Hussen, he advanced to Gujni. The feeble monarch alarmed at the intelligence, opened the imperial treasury and dispensed large bounties among the soldiery. But this served rather to betray his weakness than to strengthen his party, and when on the arrival of Abdul-Rashid, the two armies came to an engagement, he found that gold could not compensate the absence of prudence and vigor. His party was vanquished; his enemy entered the capital amidst the acclamations of his troops who were sincerely attached to him, and Abdul-Hussen was obliged to fly. He was shortly after seized

[illegible]জনেনের ষষ্ঠ রাজা আবদল হসেন.

আবদুল হসেন আপন রাজ্য স্থাপনার্থে আপন মৃত ভ্রাতা মুদদের স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন. আলী পরাজিত হইয়াও অবিকৃত রহিল, এবং মুলতানে গিয়া তৎপ্রদেশ ভোগ করিতে [illegible] ইত্যবসরে মহাসুলতান মহমূদের পুত্র আবদুল রাসেদ নামে [illegible] বিপক্ষ উপস্থিত হইলেন; তাহাকে মুদদ পূর্ব্বে কএদ করিয়াছিলেন. মুদদের সেনাপতি [illegible]লীনাথ আপন পুত্রের মৃত্যুসম্বাদ শুনিয়া আবদুল রাসেদকে মুক্ত করিল, এবং সেই ব্যক্তির সিংহাসনাধিকার ন্যায্য ভাবিয়া তাহার আনুকূল্য করিতে নিশ্চয় করিল. তাহার অমাত্যগণ নিত্য বাড়িতে লাগিল, এবং আবদুল হসেনের রাজত্বের দ্বিতীয় স[illegible]লীনাথ গজনেনের উপরে আক্রমণ করিল. ঐ দুর্ব্বল গজনেনের রাজা এই বার্ত্তা শুনিয়া আপন রাজকোষ খুলিয়া সৈ[illegible]রদিগকে অধিক বেতন দিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার পক্ষীয় [illegible]কেরদের কোন শক্তি হইল না, বরং তাহার দুর্ব্বলত্ব প্রকাশ হইল. পরে তাহার সম্মুখে আবদুল রাসেদ [illegible]ছিলেন, ও উভয়ের যুদ্ধ হইল; তখন আবদুল হসেন দেখিলেন, যে যেখানে সাহস ও দূরদর্শিতা না থাকে, সেখানে ধন থাকিলেও কোন প্রয়োজন হয় না. [illegible] পরাজিত হইলেন, এবং আবদুল রাসেদ আপন প্রভুভক্ত সৈন্যেরদের জয়ধ্বনি শুনিতেং রাজধানী প্রবেশ করিলেন. আবদুল হসেন সুতরাং পলাইলেন. তৎপরে কতক জমীদার লোক তাহাকে

by some zemindars who brought him to h
cessful antagonist, by whom he was confined in
the castle of Delhi.

Abdul-Rashid, Seventh king of G

This monarch begun his reign in the year 1052. By various offers he prevailed on Ali to submit to his authority, and to return to Gujni. Over the provinces of Hindoost'han he appointed Hajib one of his generals, who retook Nagur-kot*a* after a long and vigorous siege. Togrol, who had been one of the generals of Modud, and who had revolted against him, and made an unsuccessful attempt during his reign on the throne of Gujni, was a man of such superior talents that all parties were anxious to secure him. Abdul-Rashid on his ascending the throne, disregarding his treachery to his former sovereign, sent him as governor into Sestan with more ample powers than had yet been conferred on any general. Invested with this authority, Togrol, whose baseness was equal to his ability, conceived again the design of dethroning his lawful sovereign. With this view he marched to Gujni and invested it so closely that the unfortunate monarch was obliged to retire into the citadel, which Togrol soon after carried by assault. The infamous traitor, ordered his sovereign into his presence, and caused him

জ্জয়শীল রাজার নিকটে সমর্পণ করিল; তিনি তাহাকে দিল্লীর দুর্গে কারাবদ্ধ করিলেন.

গজনেনের সপ্তম রাজা আবদুল রাসেদ.

রাজা সন ১০৫২ সালে রাজ্য করিতে উপক্রম করিলেন, এবং অং... ...িক দানদ্বারা আলীকে তিনি স্বাধীন করিলেন, ও তাহাকে গজনের ... এবং হিন্দুস্থানের প্রদেশের উপরে ...লের সেনাপতি হাজীবকে নিযুক্ত করিলেন. হাজীব অনেক ...ল পরিশ্রমের পর নগরকোঠ দুর্গ অধিকার করিল. তোগরল ... এক জন মু...দের সেনাপতি হইয়া তাহার রাজ্য সময়ে ...ের প্রতিকূলে উঠিয়াছিল, এবং গজনেনের সিংহাসনাধিকার ... নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিল; তাহার এমত জ্ঞান ছিল যে সক... ...হাকে স্বপক্ষানুকুল করিতে চেষ্টিত ছিল. আবদুল ...সিংহাসনের উপরে বসিলে, ঐ তোগরলের পূর্ব্ব প্রভুর প্রতি ...না মানিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার সীস্তান প্রদেশের অধ্যক্ষতা ...লেন, এবং তাহাকে এত পরাক্রম দিলেন, যে পূর্ব্ব কালে কোন সেনাপতিকে এমত পর...ম দেওয়া যায় নাই. তোগরলের ...শল্য তাহার কৃত...তা ছিল, অতএব এই পরাক্রমবিশিষ্ট হই...য়াসে পুনর্ব্বার প্রকৃত রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিতে মনে ভাবিল: এইরূপে ভু...লে গজনেনে সসৈন্য গেল, ও এমত দৃ... ...র বেষ্টন করিল যে তাহার দুর্ভাগ্য রাজা দুর্গে পলায়ন করিলেন. অপর তোগরল দুর্গাধিকার করিল, এবং ঐ কদর্য্য কৃতঘ্ন আপন প্রভুকে সম্মুখে আনিয়া তাহাকে, ও তাহার বংশের নয় জনকে

to be murdered with nine other members of th
al family. Ferok-zad alone found means to escape,
and Anca, who was of the blood royal was constrai
ed to wed the murderer of her family. Togrol c
manded all the governors of provinces to repai
Gujni to do him homage. Hajib however refu
submit to the yoke of the tyrant, and formed
spiracy with Anca. So general was the
of his perfidy, that the whole nation was ripe for a
revolt, and ten of the nobles, men of determined bra
very resolved to rid the world of the monster. As h
sat on his throne in all the pomp of majesty, they
approached him under pretence of paying him
mage, and at the same instant drawing their s
metars, plunged them in his breast.

After this transaction, Hajib arrived with the ar
and called a council of state to enquire whether
there were any of the race of Mamood left. He
was informed that in a certain fort there were im-
prisoned Ferok-zad, Ibrahim, and Suja. These he
ordered to be brought forth, and it having been
agreed that lot should decide the title to the throne,
it was decided in favor of Ferok-zad, who was im-
mediately raised to the imperial dignity, and receiv-
ed the congratulations of the courtiers. Abdul-Ra-

বধ্ …ল. রাজবংশের মধ্যে কেবল ফীরোগজাদ বাঁচি …ন, এবং তাহার কুলনাশক তোগরল বলাৎকারে সেই রাজবং … আক্কা নামে স্ত্রীকে বিবাহ করিল. তোগরল আপনার … সাক্ষাৎ করিবার … রণ, গজ…নে আসিতে সকল অধ্যক্ষের …াজ্ঞা করিল; কিন্তু হাজীব এই প্রমাদী ব্যক্তির পরাক্রম সহ… না পারিয়া, তাহার বিনাশের নিমিত্ত আক্কার …হিত সন্ধি করিতে লাগিল. তোগরলের কৃতঘ্নতাতে সকল লোক …মত অসম্মত ছিল, যে তাবদ্দেশস্থ লোক তাহার প্রতিকূলে উঠিতে প্রস্তুত হইল, এবং অতিসাহসী দশ জন মান্য লোক এই প্রমাদী ব্যক্তিহইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে নিশ্চয় করিল. …ন তোগরল অত্যৈশ্বর্য্যরূপে সিংহাসনে বসিয়া আছে, তাহারা শিষ্টাচার করিবার ছলে আসিয়া সকলে এক… বাহির করিয়া, তাহার উদরে নিক্ষেপ করিল.

ইহারপর হাজীব সসৈন্য গজনেনে পঁহুছিল, ও রাজসভা এক… …রিয়া জিজ্ঞাসা ক… যে মহমূদের কোনহ সন্তান আছে… কি না. … এক দুর্গের মধ্যে ফীরোগজাদ ও এ…হাম ও শুজা …এদ আছেন, এই সন্ধান পাইয়া তাহারদিগকে সে… আনিতে হুকুম দিল, এবং নিশ্চয় করিল, যে … …তের দ্বারা স্থির হইবে যে কোন জন সিংহাসনোপরি বসিবেন. পরে গুটিকা ফীরোগজাদের নামে পড়িল, তৎক্ষণাৎ তিনি সিংহাসনের উপরে বসিয়া অমাত্যগণেরদের শিষ্টাচারপ্রাপ্ত হইলেন.

shid reigned only one year; he was a prince of no considerable capacity. Togrol said one day, that observing the hand of Abdul-Rashid to tremble he signed his commission, he concluded that he was not a prince of sufficient resolution for the imperial throne.

Ferok-zad, Eighth king of Gujni.

Ferok-zad, on his ascending the throne, immediately gave the reins of government into the hands of Hajib, to whom he owed his elevation. He was engaged in war during the whole of his reign with the Seljuks, who, though repeatedly beaten, continued to make a gradual progress till they despoiled the Gujnavide empire of all its possessions. Ferok-zad made no conquests in Hindoost'han; he reigned seven years, and died of disease.

Ibrahim, Ninth king of Gujni.

Ibrahim a son of Masood, succeeded the last monarch, and continued on the throne forty-two years. Though a prince of a mild and quiet disposition, he in the year 1079 made a descent on India in the spirit of his ancestors, and conquered many forts. There is no detailed account of his con-

আবদুল রাসেদ কেবল এক বৎসর রাজ্য করিলেন ; তিনি তাদৃক্ ব্যক্তি ছিলেন না. তোগরল এক দিন কহিয়াছিল, যে যখন ল রাসেদ তাহার সনন্দ সহী করিল, তখন তাহার হস্ত ইল, তোগরল তখনি মনে ভাবিল, যে এই ব্যক্তি রাজ আপযুক্ত নয়.

গজনেনের অষ্টম রাজা ফীরোগজাদ.

ফীরোগজাদ সিংহাসনে বসিবামাত্র তাবৎ রাজত্বের ভার আপন সিংহাসনদাত্ হাজীবের হস্তে সমর্পিত করিলেন. তিনি আ রাজত্বের সময়ে সলজুকীয়েরদের সহিত যুদ্ধে নিত্য প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহারা পুনঃং পরাজিত হইল, তথাপি তাহারা ক্রমেং এইমত আক্রমণ করিল, যে শেষে তাহারা গজনেনের রাজ্যের তা বৎপশ্চিম পুর্ণে আপন অধীন করিল. ফীরোগজাদ হিন্দুস্থা নের কোন রাজ্য জয় করেন নাই, তিনি সাত বৎসর রাজ্য করিয়া শেষে রোগে মরিলেন.

গজনেনের নবম রাজা এবরাহীম.

ফীরোগজাদের পর মসউদের পুত্র এবরাহীম সিংহা বসিয়া, বিয়াল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত রাজ্য করিলেন, তাহার স্বভাব মৃদু ও কোমল ছিল, তথাপি সন ১০৭৯ সালে, তিনি আপন পূর্ব পুরুষের স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষের উপরে আক্রমণ করিয়া কতক দুর্গ অধিকার করিলেন, কিন্তু তাহার জয়ের সূক্ষ্ম বিবরণ

quests. One of the cities he besieged had been founded by fugitives from Persia, who endured a long and obstinate siege; but were obliged at length to submit to the conqueror. He found a hundred thousand Hindoos confined in the city whom he transported to Gujni. Some time after the king accidentally saw one of these unhappy men carrying a heavy stone with great difficulty to a royal palace which he was building. This awakened his compassion. He commanded the prisoner to throw it down, and gave him his liberty. He gave orders likewise that the stone should not be removed though highly inconvenient, but should remain a memorial of the misfortunes of war, and of the royal clemency. He ceded a considerable portion of his dominions in the west to the Seljuks, on condition that they should not molest his other possessions. He died in 1080 leaving thirty-six sons, and forty-two daughters.

Musood III. Tenth king of Gujni.

... the son of Ibrahim, and of a disposition milder than even his father. He revised the ancient laws, abrogated those which were unreasonable, and substituted others in their stead. By marrying into the family of Malek-Shah, the powerful emperor of the Seljuks, he secured the tranquility

কিছুই নাই. তিনি সসৈন্য যেং নগর বেষ্টন করিলেন, তাহার মধ্য এক নগর পারসী দেশের পলায়িত লোককর্তৃক স্থাপিত, তাহারা বহুকালপর্য্যন্ত দুর্গ রাখিল, কিন্তু শেষে তাহারা পরাজিত হইল. তিনি সেই দুর্গেতে এক লক্ষ হিন্দু লোক কারাবদ্ধ পাইয়া তাহাদিগকে গজনেনে চালান করিলেন. কতক কাল পরে তিনি সে রাজ্য গাঁথিতেছিলেন, তাহার নিমিত্ত এই হিন্দুদের মধ্যে এক জনকে অতিদুঃখরূপে পাথর লইয়া যাইতে দেখিলেন, তখনি তাহার দয়া জন্মিল, এবং তিনি সেই পাথর ফেলিতে আজ্ঞা করিলেন, ও তাহাকে মুক্ত করিলেন, এবং তিনি আরো আজ্ঞা করিলেন, যে সেই পাথরেতে যদ্যপি লোকেরদের ব্যামোহ হয়, তথাপি সেখানহইতে সে পাথর লইয়া যাইতে কেহ পারিবেক না, কিন্তু সে যুদ্ধের অসৌভাগ্য এবং বাদশাহের দয়ার এক চিহ্নের মত সে স্থানে চিরকাল থাকিবেক. তাহার পশ্চিম দিকের অধিক ভাগ তিনি এই নিয়মে সলজূকীয়েরদিগকে দিলেন, যে তাহারা তাহার অন্যং প্রদেশের উপরে আক্রমণ করিবেক না. তিনি সন ১০৮০ সালে ছত্রিশ পুত্র ও বিয়াল্লিশ কন্যা রাখিয়া মরিলেন.

গজনেনের দশম রাজা তৃতীয় মসউদ.

তৃতীয় মসউদ এবরাহীমের পুত্র ছিলেন, এবং তাহার স্বভাবহইতেও তাহার স্বভাব অধিক কোমল. তিনি দেশের প্রাচীন ব্যবস্থা শুদ্ধ করিলেন, ও যে সকল কুব্যবস্থা ছিল তাহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যবস্থা স্থির করিলেন. সলজূকীয়েরদের পরাক্রান্ত রাজা মলকশাহের বংশের মধ্যে বিবাহ করিয়া

of his dominions in that direction, and dispatched his generals into Hindoost'han. They carried their ravages further than the great Mahmood, plundered many cities and temples, and returned laden with spoil to Lahore, which from being more remote from the Seljukian dominions, was become the favorite residence of the Gujni emperors. After a peaceful reign of sixteen years, he died in the year 1114.

Arsilla, Eleventh king of Gujni.

Arsilla, having put to death the lawful heir to the throne, seized on it, and cruelly confined all the members of the royal family on whom he could seize. Bhuy-ram however escaped, and fled for protection to his uncle Sunjar, who ruled the province of Khorasan. Sunjar demanded the release of his nephews, on being refused which, he marched with a large army against the usurper. Mehid, the widow of Masood, who was with Arsilla, asked leave to mediate between them, and carried with her a large sum of money for that purpose. Burning with revenge against the murderer of her son, she, on her arrival in the camp delivered all the wealth into the hands of her brother, and entreated him to lead his troops without delay against the usurping emperor. The

তিনি তদ্দিকস্থ আপন প্রদেশের শান্তি স্থির রাখিলেন, এবং হিন্দুস্থানে আপনার সেনাপতিরদিগকে পাঠাইলেন. তাহারা মহামহ পুরহইতে অধিক দূর গিয়া আক্রমণ করিল, ও অনেক নগর ও দেবালয় লুঠ করিয়া বহু লুটেতে বোঝাই করিয়া লাহোরে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইল. ও সলজুকীয়েরদের রাজ্যহইতে অধিক দূরস্থ প্রযুক্ত গজনেনের বাদশাহেরা সেখানে বাস করিতে অধিক সম্মত ছিলেন. তিনি শান্তিরূপে চৌদ্দ বৎসর রাজ্য করিয়া ১১১৪ সালে মরিলেন.

গজনেনের একাদশ রাজা আরসীলা.

আরসীলা সিংহাসনের যথার্থ অধিকারিকে বধ করিয়া সিংহাসন আক্রমণ করিলেন, ও রাজবংশের যত লোককে পাইলেন তাহারদিগকে কারাতে রাখিলেন. কিন্তু বহরাম বাঁচিলেন, এবং খোরাসানের প্রদেশের অধ্যক্ষ আপন খুড়া সঞ্জারের নিকটে পলায়ন করিলেন. সঞ্জার আপন ভ্রাতৃপুত্রেরদিগকে মুক্ত করিতে আরসীলাকে আজ্ঞা করিলেন. আরসীলা তাহাতে অসম্মত হইলে পরে সঞ্জার বহু সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থে গেলেন. মৃত মসউদের স্ত্রী মেহিদ সেই সময়ে আরসীলার নিকটে ছিলেন, তিনি আপনি মধ্যস্থ হইতে চাহিলেন, এবং সেই নিমিত্ত আরসীলাহইতে অনেক ধন লইয়া গেলেন ; কিন্তু আপন পুত্র বধকারির প্রতিকূলে রাগান্বিতা হইয়া, তিনি আপন ভ্রাতা সঞ্জারের ছাউনিতে পঁহুছিবামাত্র সকল ধন তাহার হাতে সমর্পণ করিলেন. এবং অবিলম্বে ঐ পুমাদি আরসীলার বিপরীতে সৈন্য লইয়া যাইতে বাকূক্তি করিলেন.

conflict took place under the walls of Gujni, and ended in the discomfiture of Arsilla. Sunjar having placed Bhuy-ram on the throne returned home: receiving intelligence of which, Arsilla renewed his claims on Gujni, and drove Bhuy-ram from the city. Sunjar brought his troops a second time into the field, and pursued him into Hindoost'han: after an inglorious reign of three years he was delivered up by his omrahs to his victorious enemy, who put him immediately to death.

Bhuy-ram, Twelfth king of Gujni.

Bhuy-ram, now without a rival, ascended the throne, and shewed himself liberal, benevolent, and the patron of literature. During the early part of his reign which was prosperous, he made two irruptions into Hindoost'han. In the first of these he defeated and pardoned Balin, the brother of Arsilla, who had fortified himself in Lahore. Balin though re-seated in his government, forgot his obligations to Bhuy-ram, and after appointing his ten sons to the governments of ten provinces, and collecting a large army of Affgans, Arabs, and Persians, ravaged the desolated provinces of Hindoost'han, and aspired at length to the empire. Bhuy-ram met him with a large army in Mooltan, where a dreadful battle ensued, in which Balin was defeated, and his ten sons flying

গজনেনের প্রাচীরের নিকটে উভয়ের যুদ্ধ হইল, তাহাতে আরসীলা পরাজিত হইলেন. সঞ্জার বহরামকে সিংহাসনে বসাইয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে গমন করিলেন. এই সমাচার যখন আরসীলা শুনিলেন, তখন তিনি পুনর্ব্বার গজনেনের উপরে আক্রমণ করিলেন, ও বহরামকে নগরহইতে দূর করিয়া দিলেন. সঞ্জার পুনর্ব্বার আসিয়া আরসীলাকে হিন্দুস্থানে তাড়াইয়া দিলেন, এবং তিনি তিন বৎসরপর্য্যন্ত কুযশে রাজ্য করিলে তাহার ওমরারা তাহাকে তাহার জয়শাল বিপক্ষের হাতে সমর্পণ করিল, ও তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করিলেন.

গজনেনের দ্বাদশ রাজা বহরাম.

রাজ্য অন্যং অভিলাষিরহিত হওয়াতে বহরাম স্বচ্ছন্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, এবং দাতৃতা ও কোমলতা স্বভাব প্রকাশ করিলেন, ও বিদ্যার চর্চ্চা বাড়াইলেন. তাহার রাজ্যের প্রথম কএক বৎসরে তিনি সৌভাগ্যপ্রাপ্ত ছিলেন, এবং দুইবার হিন্দুস্থানে যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন, যে আরসীলার ভ্রাতা বালিন লাহোরে আপনাকে স্থির করিয়াছিল, প্রথমাগমনে তিনি তাহাকে জয় করিয়া ক্ষমা করিলেন. কিন্তু বালিন পুনর্ব্বার আপন পদে স্থিত হইলে বহরামের অনুগ্রহ বিস্মৃত হইয়া, আপন দশ পুত্রকে দশ প্রদেশের রাজশাসনে নিযুক্ত করিলেন : এবং আপনি আফগান ও আরব ও ফারসী লোকেতে মহাসৈন্য প্রস্তুত করিলেন, এবং হিন্দুস্থানের শূন্য প্রদেশ সকল বিনাশ করিয়া শেষে রাজসিংহাসনে বসিতে আকাঙ্ক্ষা করিলেন. বহরাম মহাসৈন্য লইয়া মুলতানে তাহার সহিত মিলিলেন, ও সেখানে এক মহা

by themselves from the field, fell into a quagmire and perished miserably.

Bhuy-ram on his return to Gujni committed an act of cruelty which proved in the end the destruction both of his family and his empire. He publicly executed Mahmood Prince of Gour, the son-in-law of Balin. Shurrif-ud-deen, the brother of Mahmood raised a large army to revenge his brother's death, and drove Bhuy-ram into Hindoost'han. Having established himself in Gujni, he deputed his brother Alla to the government of his native province Gour. Notwithstanding every effort the people of Gujni however continued disaffected to his rule, and secretly longed for the re-establishment of their lawful sovereign, the descendant of Mahmood the Great. In the depth of winter, when the troops of Gour had returned home in great numbers, Bhuy-ram unexpectedly appeared before Gujni, and having surrounded Shurrif-ud-deen, took him prisoner, and regained his throne. The unhappy prisoner, was ordered to have his forehead blackened, and then to be placed on a meagre bullock with his head towards its tail; in this disgraceful position, he was led round the city amidst the derisions of the mob, and after being put to the torture, his head was struck off and sent to Sunjar king of Persia; while his minister was impaled alive.

যুদ্ধ হইয়া বালিন পরাজিত হইল, এবং তাহার দশ পুত্র একাকী রণভূমিহইতে পলায়ন করিয়া হাবড় স্থানে পড়িয়া মরিল.

গজনেনে পুনর্গমন করিয়া বহরাম এক নির্দয় কর্ম্ম করিলেন, তাহার দ্বারা তাহার বংশ ও তাহার রাজ্য নষ্ট হইল. বালি বের জামাতা গোরের অধ্যক্ষ মহমুদকে তিনি সকলের সাক্ষাতে বধ করিলেন. মহমুদের ভ্রাতা সরীফুদ্দীন আপন ভ্রাতার বধের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত মহাসৈন্য একত্র করিয়া বহরামকে হিন্দুস্থানে তাড়াইয়া দিলেন, এবং আপনি গজনেনে রাজ্য করিয়া পৈতৃক অধিকার গোর আপন ভ্রাতা আলার প্রতি সমর্পণ করিলেন. সরীফুদ্দীনের আকুঞ্চন ছিল যে তিনি সুন্দররূপে রাজ্য করেন, কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহার রাজশাসনে অসম্মত ছিল, এবং তাহারদের পূর্ব্ব রাজা মহমুদের কোন সন্তান যে সিংহাসনাধিকারী হয় ইহাতে তাহারদের গুপ্ত বাসনা ছিল. শীতকালে যখন গোরের অধিক সৈন্যেরা আপন দেশে পুত্যাগমন করিল, তখন বহরাম অকস্মাৎ গজনেনে উপস্থিত হইয়া সরীফুদ্দীনকে ঘেরিয়া তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া, পুনর্ব্বার সিংহাসনাধিকার করিলেন. পরে বহরাম ঐ কএদী অথচ দুঃখী সরীফুদ্দীনের কপালে মসী লেপন করিয়া তাহাকে শীর্ণ বৃষভের উপরে বিপরীত আরোহণ করাইলেন. ও এতাদৃশ অবমানযুক্ত করিয়া লোকেরদের পরিহাসের জন্যে তাবৎ নগর ভ্রমণ করাইলেন. অনন্তর যন্ত্রণাপূর্ব্বক তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ঐ ছিন্ন মস্তক পারসীর রাজা সঞ্জারের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন, এবং তাহার প্রধান উজীরকে সালে দিলেন.

When this news reached the ears of his brother Alla, his soul burned with rage and indignation. Collecting all his forces, he advanced against Bhuy-ram, who, seeing all hopes of reconciliation at an end after an intimidating letter intrepidly advanced to the conflict, which was very bloody. After numbers had been cut down, two sons of Alla, of gigantic stature came forward and challenged Bhuy-ram to single combat.—Dowlut his son, advanced on a large elephant, which the eldest of Alla's sons ripped up by the belly, and was himself killed by the fall of the animal. Alla with his spear transfixed Dowlut. The younger brother then attacked the elephant of Bhuy-ram, which he killed by repeated wounds; but while he was rising from his fall, Bhuy-ram mounted a horse, and escaping from the field, fled into Hindoost'han. All resistance was now vain, and Alla remained master of the field.

Bhuy-ram with the scattered remains of his army kept possession of the Indian provinces of the empire; but overwhelmed with his misfortunes, he sunk under the hand of death, in the year 1152, after a reign of thirty-five years. His reign was inglorious; the empire was verging fast towards its dissolution; the whole of the Gujuavide dominions to the west of

এই বৃত্তান্ত তাহার ভ্রাতা আলার কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহার অন্তঃকরণ কোপেতে পরিপূর্ণ হইল. পরে তিনি আপন তাবৎ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বহরামের প্রতিকূলে প্রস্থান করিলেন. বহরাম আলার সহিত সন্ধি দুর্ঘট বুঝিয়া আপনিও ভয়প্রদর্শক পত্র পাঠাইয়া যুদ্ধার্থে সসজ্জ হইলেন, ও উভয়পক্ষের অতিঘোর সংগ্রাম হইল. কতক লোক মারা পড়িলে আলার মহাকায় দুই পুত্র অন্যের সহিত যুদ্ধানিচ্ছুক হইয়া কেবল বহরামের সহিত স্বয়ং যুদ্ধ করিতে বাসনা করিল, তাহাতে দৌলৎ নামে বহরামের পুত্র বৃহৎ হস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আইল; এবং আলার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই হস্তির উদর বিদারণ করিবামাত্র ঐ বিদীর্ণ হস্তী তাহার উপরে পড়াতে আলার পুত্র প্রাণত্যাগ করিল. তখনি আলা বর্শা অস্ত্রদ্বারা দৌলৎকে বিন্ধিল, এবং আলার কনিষ্ঠ পুত্র বহরামের হস্তির পুতি পুনঃং অস্ত্রাঘাতে তাহাকে বধ করিল; আপন পতনহইতে উঠিতেং বহরাম তৎক্ষণাৎ অন্য ঘোটকারোহণ করিয়া রক্ষা পাইয়া, হিন্দুস্থানে পলায়ন করিলেন. অনন্তর রণভূমির সকল বিঘ্ন দূর হইলে আলা জয়ী হইলেন.

বহরাম ছিন্নভিন্ন আপন সৈন্য সকলকে একত্র করিয়া গজনেন রাজধানীর ভারতবর্ষীয় প্রদেশ সকল আপন অধিকারে স্থির রাখিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব দুরবস্থাতে খেদপ্রাপ্ত হইয়া, পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজ্য করণানন্তর ১১৫২ সালে মরিলেন. তাহার রাজ্য ভোগ করণের কোন সুখ্যাতি নাই, বরং গজনেনের রাজ্য ক্রমেং নাশপ্রাপ্ত

the Indus were in the hands of its enemies, and the mighty empire of Gujni which Mahmood left in such glory, was reduced to the provinces of Hindoost'han, once considered only as an appendage to the empire.

Kusro, Thirteenth king of Gujni.

Kusro the son of Bhuy-ram, on the death of his father, marched to Lahore, leaving the kingdom of Gujni to his enemies. In the mean time the conqueror Alla entered Gujni, and gave up this noble city for seven days to plunder and slaughter. The wealth which had been collected there from the various cities of Asia, was removed to Gour, together with the most venerable priests and learned men, who were inhumanly butchered; and their blood employed in cementing the wall of the city. Kusro made one attempt to recover his native city, which proving unsuccessful, he retired to Lahore, and governed his Indian subjects with equity and justice, for seven years; at the end of which period he died.

Kusro, II. the Fourteenth and last Emperor of Gujni.

Ascended the throne on the death of his father, and ruled with great moderation. He extended his government over the provinces which had formerly belonged to his ancestors; but Mahmood the bro-

হইতে লাগিল, এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম দিক্স্থ গজনেনের তাবৎ প্রদেশ বিপক্ষ লোকেরদের হস্তগত হইল, এবং মহমুদশাহ যে মহারাজধানী গজনেন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই মহারাজ ধানী আপন প্রত্যাশাপন্ন হিন্দুস্থানের অন্তঃপাতিনী হইল.

গজনেনের ত্রয়োদশ রাজা খোসরো.

বহরামের পুত্র খোসরো আপন পিতার মরণানন্তর গজনেন রাজ্য, আপন বিপক্ষেরদের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া লাহোরে গেলেন. সেই সময়ে জয়শীল আলা মহারাজধানী গজনেনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তাহপর্য্যন্ত লুঠ ও বধ করিলেন. আসিয়ার নানা নগরহইতে গিয়া সেখানে যত ধনসম্পত্তি সঞ্চয় হইয়াছিল সে সকল তিনি গোরে পাঠাইলেন, এবং অতিপ্রাচীন পুরোহিতেরদিগকে ও জ্ঞানি লোকেরদিগকে নির্দয়তাপূর্ব্বক বধ করিলেন, ও তাহারদের রক্তেতে সে নগরের প্রাচীর গাঁথিলেন. খোসরো আপন পৈতৃক নগর পাইবার কারণ একবার পুনরুদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হওয়াতে লাহোরে গিয়া ভারতবর্ষীয় প্রজারদের উপরে ন্যায়পূর্ব্বক রাজ্যশাসন সপ্ত বৎসরপর্য্যন্ত করিয়া পরে লোকান্তরগত হইলেন.

গজনেনের চতুর্দ্দশ ও শেষ রাজা দ্বিতীয় খোসরো.

দ্বিতীয় খোসরো স্বপিতৃমরণানন্তর সিংহাসনারোহণ করিয়া, অতিসুন্দররূপে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন. তিনি আপন পূর্ব্ব পুরুষের অধিকৃত প্রদেশ সকলের উপরে রাজ্যশাসন বর্দ্ধিষ্ণু করি

ther of Alla, unsatiated with the ravages already committed by his family, advanced against Gujni, which was taken a second time. He then marched into India, and having reduced the provinces east of the Indus, invested Lahore; but finding it impregnable, he concluded a treaty with Kusro, and took his son a lad of four years of age as a hostage. The terms of the treaty not being adhered by Kusro Mahmood besieged the city a second time, but still found it impregnable, and returned in great chagrin to Gujni. Determined however to put a period to the dynasty of the Gujnavide Sultans, the following year he collected a large army, and in despair of taking the city by assault, resorted to treachery. While the army was on its march, he gave out that it was intended against the Seljuks, and offered to accommodate all differences with Kusro. To convince him of his sincerity, he returned him his son with a splendid retinue: the emperor, his father, impatient to see him, advanced some distance from the city. In the mean time Mahmood marched with incredible rapidity round the mountains at the head of twenty thousand men, and surrounded the camp of Kusro, who, awaking in the morning, found himself in the hands of his enemies, and seeing no hopes of enlargement, consented to give up the city of Lahore.

লেন. কিন্তু আলার ভ্রাতা মহমুদ আপন বংশীয় লোকের দের লুঠ ও দৌরাত্ম্যেতে অতৃপ্ত হইয়া গজনেনের উপরে আক্র মণ করিয়া দ্বিতীয়বার তাহা আপন অধীন করিলেন, এবং ভা রতবর্ষের প্রতি প্রস্থান করিলেন, ও সিন্ধু নদীর পূর্ব্ব দিকস্থ প্রদেশ সকল আত্মবশীভূত করিয়া লাহোর নগরের উপরে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু লাহোর নগর স্বাধীন করিতে অস মর্থ হইয়া খোসরোর সহিত সন্ধি করিলেন. এবং সন্ধি সূচক খোসরোর পুত্রকে আপনি সঙ্গে রাখিলেন. পরে খোসরোর সন্ধি করণ অনুপযুক্ত জ্ঞান করাতে মহমুদ দ্বিতীয় বার লাহোরের উপরে আক্রমণ করিলেন কিন্তু পূর্ব্ববৎ লাহোর লইতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া গজনেনে গেলেন. গজনে নের রাজারদের বংশাবলি লোপ করিতে নিশ্চয় করিয়া, পর বৎসর মহমুদ মহাসৈন্য একত্র করিলেন, ও বলাৎকারে লা হোর লইতে না পারিয়া এই প্রতারণাপূর্ব্বক কহিলেন, যে আমি সলজূকীয়েরদের প্রতিকূলে সৈন্য একত্র করিয়া প্রস্থান করিতেছি, এই রূপ খোসরোর সহিত কপট প্রীতি ব্যবহার করিলেন, ও তাহার প্রত্যয়ের নিমিত্ত তাহার পুত্রকে সমাদরপূর্ব্বক তাহার নিকটে পাঠাইলেন. তাহার পিতা আপন পুত্রদর্শনার্থ মহাহ্লা দিত হইয়া নগরহইতে বাহির হইলেন. ইত্যবসরে মহমুদ বিংশতি সহস্র সৈন্য সঙ্গে করিয়া অতিবেগে পর্ব্বতের পথে গিয়া খোসরোর ছাউনি বেষ্টন করিলেন. খোসরো প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলেন যে আপনারা বিপক্ষের হস্তগত. তৎকালে কোন উপায় না দেখিয়া লাহোর নগর তাহাকে সমর্পণ করিলেন.

Thus ended the dynasty of Mahmood the Great, emperor of Gujni, after it had enjoyed the throne a hundred and eighty-four years. It does not appear that they made much progress in conquering the southern provinces of India. During their government however, northern Hindoost'han was visited with all the horrors of war; few years elapsed without some fresh instance of barbaric outrage. But this is only a prelude to the horrors by which these beautiful and fertile provinces were hereafter desolated.

To the dynasty of Gujni succeeded that of Gour, a city north-west of the Indus. Only two sovereigns of this race enjoyed the throne, the first of whom, Mahmood, resembled the founder of the Gujnavide empire in the ferocity of his disposition, and in the valor with which his enterprizes were conducted.

GOURIDE DYNASTY.

Mahmood, First king of Gour and India.

Mahmood, having accomplished the overthrow of the Gujnavide empire, and brought its provinces under his own sway, marched in the year 1191, against the prince of Ajimeer, and took Tiberhind its capital. Soon after hearing that Prithoo-Roy, king of Ajimeer, in conjunction with Chundra-Roy, king of Delhi, was marching against him with two hundred thousand horse, he met them on the banks

এই রূপে মহাসুলতান মহমূদের বংশাবলির এক শত ছিয়াশী বৎসরের পরে গজনেন রাজ্য ভোগ সমাপ্ত হইল. তাঁহারা ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ যে জয় করিয়াছেন এমত বুঝা যায় না. তাঁহারদের রাজ্যকালে উত্তর হিন্দুস্থানেতে সর্ব্বদা যুদ্ধ ও দৌরাত্ম্য ছিল, এমত কোন বৎসর প্রায় ছিল না যে যাহাতে উপপ্লব না হইয়াছিল. কিন্তু এই সকল দৌরাত্ম্য যে এই উর্ব্বর স্থানেতে হইয়াছিল সে কেবল আরম্ভমাত্র.

গজনেনের রাজত্ব সমাপ্ত হইলে, সিন্ধু নদীর বায়ু কোণে স্থিত গোরের রাজত্ব আরব্ধ হইল. ঐ রাজধানীর সিংহাসনে দুই রাজা কেবল বসিলেন, তাহার মধ্যে প্রথম মহমূদ, সে নির্দয়তা পূর্ব্বক ব্যবহার ও সাহসিক মহাকর্ম্মেতে গজনেনের রাজ্যস্থাপক মহমূদের তুল্য ছিল.

গোরের রাজারদের বংশাবলি.

গোর ও হিন্দুস্থানের প্রথম রাজা মহমূদ.

মহমূদ গজনেনের রাজ্য নষ্ট করিয়া, ও তাহার সকল প্রদেশ আপন অধীন করিয়া, সন ১১৯১ সালে আজমেরের রাজার প্রতিকূলে গিয়া তিবরহিন্দ নামে তাহার রাজধানী লইলেন. এবং আজমেরের রাজা পৃথুরায় দিল্লীর অধিপতি চন্দুরায়ের সহিত যোগ করিয়া, দুই লক্ষ ঘোড়সোয়ার লইয়া ঐ মহমূদের প্রতিকূলে আসিতেছেন, ইহা শুনিয়া দিল্লীহইতে আশী ক্রোশ, ও

of the Suruswutee, fourteen miles from Tanassar, and eighty from Delhi. Though a prince of grea courage, the inferiority of his army in point of numbers obliged him after an obstinate conflict to retreat. The confederate rajas pursued him for forty miles, and then directed their march to Tiberhind, which they took after a siege of thirteen months. Mahmood, on his return to Gour, disgraced the generals who had deserted him, and gave himself up for a whole year to indolent repose. Then collecting an army of a hundred thousand horse, whose arms were adorned with gold and jewels, he advanced to India. At the request of an old sage of Gour, he released the generals who had been disgraced and gave them an opportunity of retrieving their credit, by employing them again in his army.

Having arrived at Lahore, he sent a conciliating message to Prithoo-Roy, who returned a disrespectful answer, and collecting an immense army, advanced to meet him. His army consisted of three hundred thousand horse, and three thousand elephants, and is said to have contained a hundred and fifty princes. The two armies encamped on the same plain were the former battle had been fought. Mahmood lulled them into security by the promise of a treaty, and then attacked them at break of day, before the Hindoo troops had been duly marshalled. The whole day was spent in manœvering, which exhausted the strength of the Hindoos, and enabled

থানেশ্বরহইতে চৌদ্দ ক্রোশ অন্তরে সরস্বতী নদীর তীরে, তাহার পর সহিত তিনি মিলিলেন. কিন্তু তিনি অতিসাহসী হইয়াও ন সৈন্যের অল্পতাপ্রযুক্ত মহাসংগ্রামের পর পলাইলেন. পরে ঐ সংমিলিত দুই রাজা বিংশতি ক্রোশপর্য্যন্ত তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন, ও তের মাসপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া তিবর হিন্দ লইলেন. মহমূদ গোরে প্রত্যাগমন করিয়া যেং সে নাপতিরা যুদ্ধহইতে পলায়ন করিয়াছিল তাহারদের অবমান করিয়া, এক বৎসরপর্য্যন্ত আলস্যে আশক্ত হইয়া রহিলেন. পরে স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত অস্ত্রধারী এক লক্ষ ঘোড়সোয়ার একত্র করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুস্থানে আগমন করিলেন. এবং গোরের এক জন তপস্বির প্রার্থনানুসারে পূর্ব্ব কারাবদ্ধ সেনাপতিরদিগকে মুক্ত করিয়া স্বস্বপদে পুনর্নিযুক্ত করিলেন.

তিনি লাহোরে পঁহুছিলে পৃথুরাজের নিকটে প্রীতিপূর্ব্বক সমাচার পাঠাইলেন, তাহাতে পৃথুরাজ কটু উত্তর করিয়া পাঠাইলেন, ও অনেক সৈন্য একত্র করিয়া তাহার সহিত মিলিবার কারণ বাহির হইলেন. তাহার সৈন্যসংখ্যা তিন লক্ষ ঘোড়সোয়ার ও তিন হাজার হস্তী ও দেড় শত রাজকুমার ছিল. পরে উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরা পূর্ব্ব রণভূমিতে ছাউনি করিল. মহমূদ সন্ধির ছল করিয়া তাহারদিগকে নিরস্ত করিয়া রাখিলেন; কিন্তু অতিপ্রত্যূষে তাহারদের অপ্রস্তুত সময়ে তাহারদের উপরে আক্রমণ করিলেন. এইরূপ সমস্ত দিন যুদ্ধ করাতে হিন্দু সৈন্যেরদের সামর্থ্যহানি হইলে, মহমূদ শীঘ্র ঘোড়সোয়ারেরদিগ

Mahmood, by making a desperate charge with a fresh body of horse to throw them into confusion, and eventually to overcome them. Chundra-Roy Delhi was slain, with many other princes; Prithe Roy and the spoil, which was very great, fell into the hands of the enemy. Immediately after the battle the forts of Suruswutee; Soma-nat'ha, and many others, submitted to the conqueror, who marched in person to Ajimeer, and put many thousands to death. In the mean time he appointed his slave Kuttub to the government of Koram near Delhi. Kuttub was the founder of a new dynasty of kings, which gave rise to the remark, that the kings of Delhi were descended from a slave. Kuttub soon after, took Meerut and Delhi, from which last city he expelled the family of Chundra-Roy, and made it the seat of his government.

Mahmood then marched against the king of Kanooj and Benares, whom he defeated; and having entered this sacred city plundered it of all its wealth, and mutilated the idols of a thousand temples. He had before placed Gola on the throne of Ajimeer, but a relation of the former Raja's having raised a rebellion, Kuttub marched from Delhi, overcame him and appointed a viceroy over the city. Soon after he marched against Gualior and took it after a long siege, and appointed Togrol governor. Flushed

কে লইয়া তাহারদের উপরে আক্রমণ করাতে জয়ী হইলেন. দিল্লীর রাজা চন্দুরায় ও অন্যং রাজকুমার মারা পড়িল, ও পৃথু রায় ও তাহারদের যথাসর্ব্বস্ব বিপক্ষের হস্তগত হইল. যুদ্ধের পর তৎক্ষণাৎ সরস্বতী ও সোমনাথ ও অন্যং দুর্গ জয়ী ব্যক্তির অধীন হইল. পরে মহমুদ আজমেরের দিকে প্রস্থান করিলেন, ও তৎপ্রদেশের অনেক সহস্র লোক হত্যা করিলেন; সে সময়ে তিনি আপন দাস কোতবকে দিল্লীর নিকটবর্ত্তি কোরাম নামে নগরের রাজত্ব দিলেন. ঐ কোতবহইতে অন্য এক রাজ বংশ উৎপন্ন হইল, তাহাতে এই এক উপহাসবাক্য প্রচার হইল, যে দিল্লীর বাদশাহেরা দাসের বংশজাত. অনন্তর কোতব মীরট ও দিল্লী নগর আক্রমণ করিয়া, দিল্লীহইতে রাজা চন্দুরায়ের বংশ উৎখাত করিয়া, আপন রাজধানী করিলেন.

পরে মহমুদ কান্যকুব্জ ও কাশীর রাজারদের প্রতিকূলে প্রস্থান করিয়া ঐ রাজারদিগকে পরাজয় করিলেন, এবং ঐ পবিত্র স্থান প্রবেশ করিয়া সমুদয় নগর লুঠ করিলেন, ও এক সহস্র মন্দিরের দেবতা প্রতিমারদিগকে অঙ্গহীন করিলেন. পূর্ব্বে মহমুদ আজমেরের সিংহাসনে গোলা নামে এক ব্যক্তিকে স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানকার পূর্ব্বকালীন রাজার জ্ঞাতি এক জনের দৌরাত্ম্য করাতে কোতব দিল্লীহইতে সে স্থানে গিয়া তাহাকে দমন করিলেন, ও আপনার নাএব এক জনকে সেখানে নিযুক্ত করিলেন. কিছু দিন পরে কোতব গোয়ালিয়রের উপরে আক্রমণ করিলেন, ও অনেক যুদ্ধের পরে সে স্থান আয়ত্ত করিয়া

with his success, he marched against the Rajpoots of the south, by whom he was wholly defeated. Kutub in the mean time pursuing his conquests, took Kallinjur and Kulpee in Bundelkhund.

But a reverse was now at hand, and the victorious Mahmood was about to experience some of those evils which he had inflicted on so many others. He invested Charasur, the inhabitants of which made an obstinate resistance. The kings of Tartary and Samarkhund in the mean time were advancing against him, but he continued the seige of the town till they approached so near, as to oblige him to abandon all his baggage and to retreat. The two kings, sent out detachments to surround him;—his valor was of little avail. His noble army was either cut to pieces or fled, and only a hundred men remained with him. With these he opened a passage through the Tartar army, and shut himself up in one of his fortresses, where he was so closely besieged, as to consent to give up a considerable portion of his dominions as the terms of peace. The news of his defeat was accompanied by a report of his death, on which his various generals seized on the provinces they severally commanded, and declared themselves independant. His own slave Ildeeuz took possession of Gujni, and refused to admit his master. Mahmood having for a long time wandered about, gradually collected together a number of

টিগ্রালকে তাহার অধ্যক্ষ করিলেন, ও আপন জয়ে সানন্দ হইয়া তিন দিক্তু রাজপুত্রেরদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন, কিন্তু তিনি তাহারদের কর্তৃক পরাস্ত হইলেন. ইতোমধ্যে কোতব আপন অধীনে বন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালিঞ্জর ও কুলপী লইলেন.

সংপ্রতি জয়শীল মহমূদের বিপরীত কাল উপস্থিত হইল, তিনি যে রূপ দুর্দশা অন্যেরদের প্রতি করিয়াছিলেন সেইরূপ শেষে আপনিও অনুভব করিলেন. তিনি করাসর নগর বেষ্টন করিলে তন্নগরবাসিরা তাহার সহিত অত্যন্ত রণ করিল. ইতোমধ্যে তাতারের ও সমরকন্দের বাদশাহেরা তাহার প্রতিকূলে আইল; কিন্তু যাবৎ তাহারা নিকটে না আইল তাবৎ মহমূদ করাসর নগর বেষ্টন করিয়া রহিলেন. পরে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাহার পলাইবার আবশ্যক হইল. ঐ দুই বাদশাহ তাহাকে ধরিতে আপনং সৈন্য পাঠাইলেন ; তাহাতে মহমূদের সাহস নির্মূল হইল. মহমূদের উত্তম সৈন্য কতক কাটা গেল ও কতক পলাইল, অবশিষ্ট কেবল এক শত লোক তাহার সঙ্গে রহিল ; তিনি ঐ সৈন্য সঙ্গে করিয়া তাতারীয় সৈন্যেরদের মধ্য দিয়া গিয়া এক দুর্গে প্রবেশ করিলেন. পরে বিপক্ষ সৈন্যেরা সেই দুর্গ ঘেরিলে, মহমূদ সন্ধি করিবার জন্যে আপন রাজ্যের অনেক ভাগ তাহারদিগকে দিতে স্বীকার করিলেন. অনন্তর তাহার পরাজয় সমাচার সম্বলিত তাহার মিথ্যা মৃত্যু সমাচার প্রকাশ হওয়াতে, তাহার অধীন মণ্ডলেশ্বরেরা স্বস্বপ্রধান হইল, এবং ইলদেকুশ নামে তাহার নিজ দাস গজনেন অধিকার করিল, ও আপন প্রভুকে গজনেনে যাইতে বারণ করিল. মহমূদ অনেক দিনপর্য্যন্ত

his friends and a small army, and invested Gujrat, the inhabitants of which, willing to curry favor with him, cut off the head of his slave, and threw it over the walls. Against the Goorkhas, a race of mountaineers, who had revolted, he next led his army, and with the aid of Kuttub subdued them.

Of these men it is related that soon after the birth of a female, the parent took her to the market with a knife in his hand and offered her for sale, and on his failing to obtain a purchaser, cut her throat. Hence the number of males exceeded the females, and one woman had several husbands; to prevent broils among whom it was customary to affix a mark to the door-post, when any one of them happened to be in the house, that it might not be visited by another till he was gone. Mahmood not only subdued them, but converted a great number of them to the Moosulman faith.

The empire now enjoyed peace, but Mahmood was determined to march again into India. When he arrived on the banks of the Nilab, fifteen of the relatives of those Goorkha chiefs whom he had murdered, entered into a conspiracy against him, and while his slaves were employed in fanning him, rushed into his tent, and dispatched him with

প্রত্যটন করিয়া, ক্রমেং কতক আত্মীয় লোক ও কতক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গজনেন বেষ্টন করিলেন. সেখানকার প্রজা লোকেরা মহমুদের সন্তোষের নিমিত্তে ঐ দাসের মস্তকচ্ছেদন করিয়া নগরের প্রাচীরের বাহিরে ফেলিয়া দিল. তাহার পর তিনি সসৈন্য পর্ব্বতীয় গুরকারদের প্রতি গমন করিলেন, এবং কোতবের সাহায্যেতে গুরকারদিগকে পরাজয় করিলেন.

ঐ গুরকারদের বিষয় এমন কথিত আছে, যে তাহারদের কন্যা জন্মিবামাত্র এক ছুরী হাতে করিয়া তাহাকে বিক্রয় করিতে বাজারে লইয়া যায়, সেখানে বিক্রয় না হইলে তখনি তাহার মস্তক ছেদন করে. সেইহেতুক তাহারদের স্ত্রীসংখ্যা হইতে পুরুষসংখ্যা অধিক, এবং এক স্ত্রীর অনেক স্বামী সম্ভবে, তাহাতে পরস্পর বিবাদ না জন্মিবার জন্যে এক স্ত্রীর নিকটে এক পুরুষ গেলে সে ঘরের চৌকাঠে এক চিহ্ন দেয়, যে সে ব্যক্তি বাহির না হইলে অন্য লোক সে ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে. মহমুদ কেবল তাহারদিগকে জয় করিলেন তাহা নয়, কিন্তু তাহারদের অনেক লোককে মুসলমানও করিলেন.

পরে তাহার রাজ্যশান্তি প্রাপ্ত হইল, কিন্তু তিনি পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে যাইতে উদ্যোগ করিলেন, এবং নিলাব নদীর তীরপর্য্যন্ত পঁহুছিলেন. যে গুরকারদিগকে তিনি নষ্ট করিয়াছিলেন তাহারদের জ্ঞাতিরা পোনের জন একবাক্য হইল, এবং যে সময়ে মহমুদ আপন তাম্বুর মধ্যে বসিয়াছিলেন, ও তাহার দাসেরা তাহাকে চামর ব্যজন করিতেছিল, তৎকালে তাহারা তাম্বুর মধ্যে প্র

nearly forty wounds. Thus fell in 1205, Mahmo, of Gour, a courageous but cruel monarch, after he had reigned thirty-two years. He made ni... peditions into India, and is reported to have a... ed five thousand maunds of jewels; which is scarcely credible. From all these expeditions except two, he returned laden with plunder.

Mahmood, the Second king of Gour.

As we are now approaching the history of Jenghis-khan, to whom we must devote a considerable space, we will pass rapidly over the turbulent period, between the death of the first Mahmood of Gour, and Jenghis-khan's invasion of Hindoost'han. Mahmood the nephew of the last emperor who ascended the throne on his death, was an indolent and timid prince. He resided in Gour, and bestowed the government of Gujni on one of his uncle's slaves. Kuttub continued to maintain his authority in Delhi, and to receive tribute from the surrounding provinces. No exploits are recorded of Mahmood. He incurred the wrath of Mahmood king of Kharasm, who despoiled him of all his dominions. Like his uncle, he perished by the hands of assassins, and was burried in a superb mosque which his ancestors had begun and which he finished.

বিষ্ট হইয়া চল্লিশবার অস্ত্রাঘাত করিয়া তাঁহাকে বধ করিল. এইরূপে ১২০৫ শালে গৌরের বাদশাহ ঐ সাহসী অথচ নির্দয় মহ ... ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া মারা গেলেন. তিনি ভারত বর্ষের উপরে নয়বার আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং এমত কথিত আছে যে তিনি পাঁচ হাজার মোন বহু মূল্যপ্রস্তরের অলঙ্কার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে অবিশ্বসনীয়. তিনি দুই বার যুদ্ধ ব্যতিরিক্ত তাবৎ যুদ্ধে অনেক লূঠ করিয়াছিলেন.

গৌরের দ্বিতীয় রাজা মহমূদ.

আমরা জঙ্গীষখাঁ বাদশাহের বিবরণের নিকটে আইলাম, অতএব তাহার বাহল্যরূপে লিখনানুরোধে গৌরের প্রথম মহমূদের মরণাবধি জঙ্গীষখায়ের হিন্দুস্থানাক্রমণপর্য্যন্ত বিরোধ কালের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিব. শেষ বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র মহমূদ আপন পিতৃব্য মরণানন্তর সিংহাসনাধিকারী হইলেন; তিনি কিঞ্চিৎ মৃদু ও অলস ছিলেন, এবং গৌরে আপনি রহিয়া আপন পিতৃব্যের এক দাসকে গজনেনের রাজ্য দিলেন, কোতব আপন রাজধানী দিল্লীতে থাকিলেন, ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দেশের রাজস্ব লইতে লাগিলেন. এই মহমূদ কোন বর্ণনীয় কর্ম্ম করেন নাই; তিনি কারাজিমের বাদশাহ মহমূদের ক্রোধজনক কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত কারাজিমের বাদশাহ তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিল. তাহার পিতৃব্যের মত তিনি বিপক্ষের হস্তে নষ্ট হইলেন, এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষকর্তৃক আরব্ধ ও তাহার দ্বারা সমাপ্ত এক মসজিদের মধ্যে তাহার কবর হইল.

Mahmood of Kharasm.

Mahmood king of Kharasm succeeded to immense territories. The whole of the Seljukian empire was under his sway, and by the addition of Gour, Gujni, and the provinces of India to his paternal inheritance, he became the most powerful monarch in that part of the world. On his accession to the throne he conquered the whole of Persia, Khorasan, Gujni, Gour, and Lahore. In military concerns he affected to take Alexander the Great for his model, and like him aspired to the conquest of the world. In the pomp of his court he surpassed all preceding monarchs. Every morning and evening at the gates of his palace, the drums of state were beat by twenty-seven captive princes with drum-sticks of gold inlaid with precious stones. His dominions to the north and the east were bounded by the great Jenghis-khan, who in the space of a very short time had subjected the vast tribes of Tartary from the centre of Russia to the Pacific ocean. He had ravaged China, and plundered its finest cities; and at length poured his desolating legions on the provinces of Hindoost'han. Nothing can be conceived more dreadful than the conflict of two such mighty monarchs as Mahmood of Kharasm and Jenghis-khan, but this we must reserve for the next number.

(To be continued.)

কারাজিমের বাদশাহ মহমুদ.

পরে কারাজিমের বাদশাহ অনেক পৈতৃক অধিকার পাইলেন. সলজুকীয়দের রাজ্য তাহার অধীন ছিল, এবং গৌর ও গজনেন ও ভারতবর্ষের কতক প্রদেশ তাহার রাজ্যের অন্তঃপাতী হওয়াতে তিনি পৃথিবীর তৎপ্রদেশে অতিপ্রতাপশালী রাজা হইলেন. তিনি সিংহাসনারোহণ করিলে পারস ও খোরাসান ও গজনেন ও গৌর ও লাহোর আপন আয়ত্ত করিলেন. যুদ্ধ বিষয়ে তিনি সেকন্দরশাহের ন্যায়, ও তাহার মত পৃথিবী জয় করিতে বাসনা করিয়াছিলেন. তাহার সভা অন্য রাজসভা হইতে ঐশ্বর্য্যশালী, তাহার রাজগৃহের দ্বারে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে যুদ্ধলব্ধ সাতাইশ জন বাদশাহেরা বহুমূল্য প্রস্তরে খচিত স্বর্ণদণ্ডের দ্বারা ঢকা বাদ্য করিত. তাহার রাজ্য পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে মহাজঙ্গীবখাঁয়ের সীমাবধি. ঐ জঙ্গীষখাঁ তাতারীয়দের নানা জাতিদিগকে, রুষিয়ার মধ্যহইতে পাসিফিক সাগরপর্য্যন্ত বশীভূত করিয়াছিলেন, তিনি চীন দেশে উপদ্রব করিয়া তাহার উত্তমং নগর লুঠ করিয়াছিলেন, শেষে হিন্দুস্থানের উপরে নাশব সৈন্য চালিলেন. কারাজিমের বাদশাহ ও জঙ্গীষখাঁয়ের যে রূপ ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, তেমন মনের গোচরে আইসে না. কিন্তু এই যুদ্ধের কথা আগামি ভাগে দিব.

Example of filial Piety.

One of the Roman Judges had sentenced a woman of some rank, convicted of a capital crime, to be executed in prison. He who had charge of the execution, in consideration of her birth, did not immediately put her to death. He even ventured to let her daughter have access to her in prison, carefully searching her, however, as she went in, lest she should conceal any sustenance. He took it for granted that in a few days the mother must of course perish for want, and that the severity of putting a woman of family to a violent death by the hand of the executioner might thus be avoided.

Several days passed in this manner, and the jailor began to wonder that the daughter still came to visit her mother, and could by no means comprehend how the latter should live so long. Watching therefore carefully what passed between them, he found, to his great astonishment that the life of the mother had been hitherto supported by the milk of the daughter, who came to the prison every day, for that purpose.

This strange contrivance was represented to the Judges, who procured a pardon for the mother. Nor was it thought sufficient to give so dutiful a daughter the forfeited life of her condemned mother, they were both maintained afterwards by a pension set-

মাতৃভক্তি.

... াণেরদের মধ্যে এক বিচারকর্ত্তা এক মান্য লোকের স্ত্রীকে গুরুতর অপরাধপুরঃসর, নষ্ট করিতে কারারক্ষককে আজ্ঞা করিল, যে ইহাকে কারাগারে হত্যা করিতে হইবে. কারারক্ষক ঐ স্ত্রীর মান্যত্বপ্রযুক্ত দয়া করিয়া তৎক্ষণাৎ বধ করে নাই, এবং তাহার নিকটে প্রতি দিন তাহার কন্যাকে যাইতে দিত, এবং সঙ্কেত করিয়া যে সে আপন মাতার নিমিত্ত কিছু খাদ্য সামগ্রী লইয়া না যায়. সে মনে ভাবিয়াছিল যে এই স্ত্রী অনাহারে কিছু দিনপরে সুতরাং মরিবেক, কেন মিথ্যা মান্য লোকের স্ত্রীকে সকলের সাক্ষাতে অসম্ভ্রম করিয়া নষ্ট করিব.

এইরূপে কতক কাল গত হইল, ঐ কারারক্ষক মনে করিল যে এত দিন অনাহারেও অদ্যাপি ঐ স্ত্রী মরিল না, অতএব সে পরিশ্রমপূর্ব্বক বিতর্ক করিতে লাগিল, যে তাহার কন্যা যখন আইসে সেই সময়ে কোন যোগ থাকিতে পারে. পরে সে ব্যক্তি এক দিন আশ্চর্য্য দেখিল যে মাতা আপন কন্যার দুগ্ধ দ্বারা বাঁচে, ঐ ... প্রতিদিন সেই নিমিত্ত আসিত.

...র্য্য বিষয় বিচারকর্ত্তার কর্ণগোচর হইল, তাহাতে ... মাতাকে অপরাধ ক্ষমা করা গেল, এবং এই মত সুশীলা ... নিমিত্তে যে তাহার মাতার প্রাণদান দিল কেবল সে নয়, ...র যাবজ্জীবন জীবিকার নিমিত্তে সংস্থান করিয়া

tled on them for life; and the ground upon whi the prison stood was consecrated, and a temple filial piety built upon it.

Perseverance rewarded.

DEMOSTHENES is a noble instance of the reward o' perseverance. He lived in Greece about two thousand years ago, and was reckoned the most famous orator of antiquity. He was extremely affected with the honours which he saw paid to the orator Callistratus, and still more with the supreme power of eloquence over the minds of men. He therefore gave himself wholly up to it, having renounced all other pleasures. He never quitted Callistratus during his continuance at Athens, but made all the improvements he could from his precepts.

The first essay of his eloquence was against his guardians, whom he obliged to refund a part of his fortune. Encouraged by this event, he venture speak before the people, but with very ill su He had a weak voice, and a thick way of sp which occasioned his being hissed by the dience. As he withdrew, hanging down and in the utmost confusion, Satyrus, one most excellent actors of those times who friend, met him. Having learned the c

[illegible] আর এ [illegible]ারাগার ভাঙ্গিয়া সুন্দর মন্দির করিল, ও তাহাতে [illegible] জনের নাম বহু কালস্থায়ী করিয়া রাখিল.

পরিশ্রমের ফল.

দিমস্তেনীস নামে এক ব্যক্তিতে পরিশ্রমের প্রকৃত ফল দেখা যায়. দুই হাজার বৎসর [illegible] হইল তিনি গ্রীকদেশে জন্মিয়াছিলেন, এবং প্রাচীনেরদের মধ্যে প্রধান বক্তৃস্বরূপে গণিত ছিলেন, তৎকালে [illegible] নামে এক ব্যক্তি সদ্বক্তৃতাতে সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইল, ও সেই গুণের দ্বারা লোকেরদের উপরে কর্তৃত্ব করিল, তাহা দিমস্তেনীসের অন্তঃকরণে অতিশয় লাগিল. অতএব তিনি অন্যং সুখ পরিত্যাগ করিয়া আপন সুবক্তৃতালাভের নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইলেন, এবং যত দিন কালিস্ত্রাতস আথেন্সেতে বসতি করিলেন তাহার মধ্যে এক দিনও তিনি তাহাকে ছাড়িলেন না, এবং তাহার শিক্ষার দ্বারা যত পারিলেন তত শিক্ষা করিলেন.

তিনি প্রথম আপনার সদ্বক্তৃতা আপনার নিয়োগিরদের উপরে প্রকাশ করিলেন, তাহাতে তাহারা তাহার যে ধন অপহরণ করিয়া [illegible]ছিল তাহা দিল. ইহাতে হৃষ্ট হইয়া তিনি রাজকর্ম্ম[illegible]কেরদের সভাতে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু [illegible] অসম্ভ্রম জন্মিল. তাহার দুর্ব্বল ও কুৎসিত স্বর ছিল, [illegible] সকলে তাহার কথা শুনিয়া উপহাস করিয়া করতালী [illegible] লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া ঘরে যাইতেং আপন পরম [illegible] নামে, তৎকালীন প্রধান বক্তার সহিত সাক্ষাৎ

dejection, he assured him that the evil was not without remedy. He desired him to repeat some of the verses of one of their poets which he did. Satyrus spoke them after him, and gave them such graces, by the tone, gesture, and spirit, with which he pronounced them, that Demosthenes himself found them quite different from what they were in his own manner of speaking. He perceived plainly what he wanted, and applied himself strenuously to the acquisition of it.

His efforts to correct his natural defects of utterance, and to perfect himself in pronunciation, seem almost incredible, and prove that an industrious perseverance can surmount almost every difficulty. He stammered to such a degree, that he could not pronounce some letters, to remedy which he used to speak with little pebbles in his mouth. He had also a quickness of breathing which he overcome by pronouncing several verses without interruption, and by walking, or going up steep and difficult places. He went also to the sea-side and whilst the waves were in the most violent agitation pronounced harangues, both to strengthen his and to accustom himself, by the confused the waters, to the roar of the people, and tuous cries of the public assemblies.

Demosthenes took no less care of his actio of his voice. He had a large looking-

হইল. সে দিমস্তেনীসের মনোভঙ্গের কারণ জ্ঞাত হইয়া কহিল যে সে এমন দোষ নহে যে তাহার কোন উপায় নাই. অত এব কাব্যহইতে কোন শ্লোক পড়. দিমস্তেনীস এক শ্লোক পড়িলে সেই শ্লোক সাতীরস পড়িল, এবং স্বরে ও ভাবে ও মুদ্রাতে এমন সুন্দররূপে সে শ্লোক পাঠ করিল, যে দিমস্তেনীস কহিলেন যে এ সে শ্লোক নহে. দিমস্তেনীস তৎক্ষণাৎ আপন দোষানুভব করিলেন, এবং সে দোষ দূর করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত মনোযোগ করিলেন.

তিনি আপন স্বরের স্বাভাবিক দোষ দূর করিবার জন্যে ও উচ্চারণ পরিষ্কার করিবার জন্যে যে পরিশ্রম করিলেন, সে প্রায় অবিশ্বসনীয়. তাহাতে দেখা যায় যে এমন কোন দোষ নাই যে স্থির প্রতিজ্ঞাদ্বারা সে দূর না হইতে পারে. তিনি এমন তো তলা ছিলেন, যে অনেক অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারিতেন না. এই দোষ দূর করিবার জন্যে ক্ষুদ্রং কঙ্কর আপন মুখের মধ্যে রাখিতেন. এবং তাহার লঘু শ্বাস ছিল, এই দোষ দূর করিবার কারণ তিনি উচ্চ ও দুর্গম পর্ব্বতে দৌড়িতেন, এবং সভার মধ্যে ভয় না জন্মে ও কোলাহলের মধ্যে কথারোধ না হয়; তাহার কারণ তিনি সমুদ্রের মহাতরঙ্গগর্জনের মধ্যে বক্তৃতা করিতেন, যাহাতে স্বর শক্ত হয়, ও কোলাহলের মধ্যে কথা কহিতে অসমর্থ না হন.

দিমস্তেনীস যেমন সুস্বর হওনের জন্যে চেষ্টা করিলেন, তেমন অঙ্গভঙ্গির মুদ্রা করণেও মনোযোগ করিলেন, তাহার [illegible]